ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

(তৃতীয় খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পত্র

জয় গুরু পরমাত্মা

চাঁদপুর (কুমিল্লা)
২০ আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্র যথাকালেই পাইয়াছি। শুধু বাহিরের পবিত্রতাই তোমার লক্ষ্য হইবে না, ভিতরেও তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে। সমাজের লোকের সঙ্গে যতটুকু তোমার সম্পর্ক, কেবল সেইটুকুতে পবিত্রতা রক্ষা করিলেই চলিবে না, বাহিরের লোক তোমার চরিত্রের যে অংশকে জানে না, সেই অংশেও সম্পূর্ণ-রূপে অপবিত্রতা-মুক্ত থাকা চাই। তোমার মর্ম্মসখী বা নর্ম্ম-সহচরীরাও তোমার জীবনের যে অংশটুকু জানিতে পারে না, সেইখানেও পবিত্র থাকা চাই।

লোকের চক্ষে যে আচরণটুকু পড়ে, তাহার পবিত্রতাকে যাহারা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে, তাহারা ভাল মেয়ে। সর্ব্ব-

সাধারণে যে আচরণগুলি দেখে না, অতীব বিশ্বস্ত ও একান্ত আপন সঙ্গিনীদের চখেই মাত্র যে-সব আচরণ পড়ে, সেই-গুলিতেও যাহারা যত্নপূর্ব্বক পবিত্রতাকে রক্ষা করে, তাহারা উৎকৃষ্টতর মেয়ে। প্রাণের প্রাণ সঙ্গিনীরাও যে সকল আচরণ দেখিতে পায় না, এমন গোপনীয় ব্যবহার-সমূহের মধ্যেও যে সব মেয়ে পবিত্রতাকে সম্যক্ রূপে বজায় রাখিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বোত্তমা মেয়ে। শুধু দৈহিক ব্যবহার সমূহেই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হয় না, শরীরের সম্পর্কে সকল প্রকাশ্য এবং সকল গোপনীয় আচরণকে পবিত্র রাখিয়াই যাহারা কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে না, মনের ভিতরে একটুকু অপবিত্রতা যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার জন্য যাহারা সর্ব্বদা উদ্যতা ও খড়্গহস্তা, তাহারা রমণীললামভূতা, অতুলনীয়া, জগৎপূজ্যা মেয়ে। আমি চাহি আমার মেয়েগুলি সব জগৎপূজ্যা হউক।

কত বৃক্ষ-লতা জগতে জন্মিতেছে। তাহাদের বাহিরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া চিত্তে কত তৃপ্তি পাইতেছ। কোনও কোনও গাছ আবার জীর্ণ, শীর্ণ, অকাল-মৃত হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চিত্তে বিরক্তি অনুভব করিতেছ। কিন্তু গাছ বাড়েই বা কেন, মরেই বা কেন, সেই কথা কি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছ? অতি গুপ্ত ভাবে মাটীর নীচে গাছের শিকড়গুলি রহিয়াছে। এই শিকড়গুলিই গাছকে জীবন-ধারণ করিবার জন্য প্রাণরস প্রেরণ করে। কিন্তু কোনও গোপন কারণে যদি

গাছের শিকড়গুলি দুর্ব্বল হয়, যদি শিকড়গুলির মধ্যে পোকার বাসা হয়, তাহা হইলে বৃক্ষলতা সব আস্তে আস্তে মরিয়া যায়।

তোমার জীবনটীরও বৃদ্ধি এবং ক্ষয় এই ভাবে তোমার গোপন আচরণ-সমূহের উপরে নির্ভর করে। গাছের যেমন সব-কিছু নির্ভর করে লোক-চক্ষুর অগোচরে অবস্থিত শিকড়-গুলির কাজের উপরে, তোমার তেমন সব কিছু নির্ভর করে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত তোমার গোপন আচরণগুলির উপরে। শিকড়গুলি যদি রুগ্ন হয়, তবে তাহারা তাহাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না, বৃক্ষকে উপযুক্ত প্রাণরস প্রদান করিতে পারে না, বরঞ্চ বৃক্ষকে বিষরসই প্রদান করিয়া থাকে, ফলে বৃক্ষের অকাল-জরা ও মৃত্যু আসিয়া থাকে। তোমার গোপন আচরণগুলি যদি অপবিত্র হয়, কদর্য্য হয়, কুরুচিপূর্ণ হয়, তবে তাহাদের দ্বারা তোমার জীবনের মঙ্গল সাধিত না হইয়া সমগ্র জীবনটা বিষাক্ত ও দুঃখময়ই হইয়া যাইবে। তোমার গোপন আচরণ-সমূহ যদি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র না হয়, তাহা হইলে তোমার দেহ অসময়ে জরাগ্রস্ত হইবে, তুমি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে,—তোমাদ্বারা জগতের কোনও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না, তুমি কর্ম্মঠতা হারাইবে, অলস হইবে, দায়িত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত হইবে, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাশপ্রাপ্ত হইবে। জীবনের সব

চাইতে যেটুকু গোপন অংশ, সেইটুকুর মধ্যে প্রবল বিক্রমে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করার ইহাই প্রয়োজনীয়তা।

প্রকাশ্যে তুমি যে কাজ করিতে লজ্জা অনুভব কর, গোপনে কি তেমন কোনও কাজ কর? করিলে, তাহা তোমাকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। বাহিরে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঘোরতর লোকনিন্দা ও কুৎসা রটিবে, লুক্কায়িত-ভাবে কি তেমন কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান তুমি কর? করিলে, তাহা তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বসমক্ষে যে কার্য্যে গ্লানি অনুভব কর, একাকিনী কি তেমন কোনও কার্য্যে তোমার অনুরাগ আছে? থাকিলে, সেই অনুরাগকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিয়া দিতে হইবে। যাহা তোমার চরিত্রের গৌরব-নাশক, সম্মানের হানিজনক, পাপপ্রদ ও অপবিত্র, এমন কোনও অভ্যাসের যদি তুমি দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাক, তবে সে দাসত্ব তোমাকে ছাড়িতে হইবে। তবে তুমি আমার মেয়ে হইবার যোগ্যা হইবে। আমার পুত্র ও আমার কন্যার নিকটে আমি নূতন একটা কৌলীন্য লইয়া আসিয়াছি। আমার পুত্র এবং আমার কন্যা কখনও নীরবে, নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে শয়তানের অত্যাচার সহ্য করিবে না, আমার পুত্র এবং আমার কন্যা পাপ প্রলোভনের দাসত্ব কখনও স্বীকার করিবে না। তুমি সত্যই কি মা আমার কন্যা হইতে চাহ?

তোমার ঐ দেহটীকে তুমি ভগবানের দেওয়া একটা

মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া জানিও। উহার পবিত্রতা রক্ষা তোমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। জগতে শত শত শক্তিশালী দেহের আবির্ভাব তোমার ঐ একটী মাত্র দেহকে অবলম্বন করিয়া ঘটিবে, তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়া অনন্তকাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মজ্ঞ, পরহিতপ্রাণ, নিষ্কামচেতা সহস্র সহস্র নরনারী ধারাবাহিক বংশ-প্রবাহে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিত্রীকে পবিত্র করিবেন, এই লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া দেহকে সর্ব্বপ্রযত্নে পবিত্র রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকরা হইও। তোমার ঐ সুন্দর সুকোমল দেহ অপবিত্র ব্যবহারে কদর্য্য ও কলঙ্কিত না হইতে পারে, তার জন্য সতর্কা হইও। আর, একাকী তুমি সতর্কা হইলেই চলিবে না, তোমার পল্লীর, তোমার সমাজের সবগুলি মেয়েকে এই বিষয়ে বদ্ধপরিকরা এবং সতর্কা করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা পারিবে কি মা?

তোমার এই দেহ শ্রীভগবানের পবিত্র মন্দির। এই মন্দিরের প্রত্যেকটী অংশ পবিত্র রাখিতে হইবে। মন্দিরের যে অংশ যত গোপনীয়, তাহাকে তত অধিক পবিত্র রাখিতে হইবে। দেহ-মন্দিরের কোনও অংশ সম্বন্ধেই তোমার আচরণ এমন হওয়া উচিত নহে, যাহা লজ্জাজনক বা নিন্দনীয়। দেহ-মন্দিরের কোনও অংশ সম্বন্ধেই তোমার আচরণ এমন হওয়া উচিত নহে, যাহা তুমি নিজেও অন্যায় বলিয়া বুঝিতেছ। দেহ-মন্দিরের যে অংশ যত গোপনীয়, সেই অংশ সম্বন্ধে

তোমাকে তত তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে হইবে। কারণ, দেহ-মন্দিরের যে অংশ যত গোপনীয়, ভগবানের সৃষ্টি-কৌশলে সেই অংশের দায়িত্ব তত অধিক, সেই অংশের অপব্যবহারে পাপ তত অধিক, সেই অংশের রুগ্নতায় সমগ্র শরীরের রুগ্নতার সম্ভাবনা তত অধিক, সেই অংশের দুর্ব্বলতায় সমগ্র শরীরের দুর্ব্বলতার সম্ভাবনা তত বেশী। দেহ-মন্দিরের গোপনতম স্থানটুকুই সমগ্র মন্দিরের দৃঢ়তা-রক্ষার মূল। এই জন্যই ইহার সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই বিষয়ে যে মেয়ে সতর্কতা নহে, ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্য যায়, উৎসাহ যায়, উদ্যম যায়, মনের বল যায়, আশা-ভরসা যায়,—থাকে শুধু হতাশা আর দুর্ব্বলতা, ব্যাধি আর অবসাদ। এই বিষয়ে যে মেয়ে সাবধানা নহে, তার সকল প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়, থাকে শুধু মনস্তাপ আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস। এই বিষয়ে যে মেয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনা, তার নারীজন্মের সার্থকতার পথে কাঁটা পড়ে, দেহ-মনের সুখ ও সংসারের সর্ব্ববিধ তৃপ্তি হইতে সে বঞ্চিতা হয়। এই বিষয়ে যে মেয়ে উদাসীনা, মেয়েদের জীবনে যত প্রকার দৈহিক ও মানসিক দুঃখ আসিতে পারে, সকলই তাহাকে উদ্বেগ প্রদান করে। সুখময় জীবন যে যাপন করিতে চাহে, সেই মেয়ে কখনও পবিত্র দেহ-মন্দিরকে কোনও প্রকার লজ্জাজনক ও অপবিত্র আচরণে কলুষিত করে না। কোনও বন্ধুর পরামর্শেও করে না, কোনও বান্ধবীর পরামর্শেও করে না,

কোনও ঝি-চাকরাণীর পরামর্শেও করে না। সুখী যে হইতে চাহে, সেই মেয়ে নিজের দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দেবতার পূজার স্থান বলিয়া গণনা করে এবং প্রতি অঙ্গে জগৎপতির ধ্যান করে।

আমি চাহি, ভারতের কন্যারা ব্যাধি এবং বিলাসিতা হইতে মুক্ত হউক। আমি চাহি, ভারতের ঘরে ঘরে পবিত্র-স্বভাবা রমণীর পবিত্র আননে পবিত্রতার মধুর দীপ্তি ফুটিয়া উঠুক। তোমরা তোমাদের জীবনের আমৃত্যু সাধন দিয়া আমার সেই সাধ পূর্ণ কর। আমি যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে ভারতের প্রতি পল্লীর প্রতি কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুল-ললনাদিগের অন্তরে পবিত্রতার বহ্নি না জ্বালাইয়া ক্ষান্ত হইতাম না। আমার কন্যারা আমারই অংশ। আমার কন্যারা সেই কার্য্যটুকু সম্পাদন করিয়া আমাকে পরমা তৃপ্তি প্রদান করুক। আমার কন্যারা যদি আমার হইয়া এই কাজটুকু করে, তবে তাহাতেই আমি অফুরন্ত আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিব।

শুভাশীষ জানিও। অন্তর ভরিয়া আমি পবিত্রতার স্নেহ প্রসূনাঞ্জলি তোমাদের শিরোদেশে বর্ষণ করিতে চাহি। মা আমার, সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া নত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিও। * * * ইতি— শুভাশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের ছেলে

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

জয়গুরু পরমাত্মা

সিরাজগঞ্জ, পাবনা
২৭ আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * "পবিত্র থাকিও"—এই উপদেশ নী—কে দেওয়াতে সে ব্যথিত হইয়াছে, আঘাত পাইয়াছে। তোমাকে যদি বলি, "পবিত্র থাকিও",—তবে কি মা তুমিও ব্যথা পাইবে, আহত হইবে? আশা ত' করি, রাগ করিবে না। মনের গোপন অপবিত্রতা চক্ষে ধরা পড়ে না, তাহাই নিভৃতে দেহ-মধ্যে শত অশক্তি ও অনেক ব্যাধি সৃষ্টি করে। তোমার বহু ব্যাধিই তুমি দূর করিতে পার। তাহার উপায়, দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গে ও প্রত্যঙ্গে পরম পবিত্রতা-স্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান। পরমাত্মাকে ধ্যানে না পাও, তাঁর পবিত্র নামকে ধ্যানে জাগাও। ভগবানকে না পাইলে, তাঁর নামকে পবিত্রতম জ্ঞান করিয়া ধ্যান জমাও। নামের জ্যোতির্ম্ময় রূপ তোমার মনের নয়নে ফুটিয়া উঠুক। নাম জপ, আর পবিত্রতা অর্জ্জন কর, পবিত্রতার স্নিগ্ধ সুধা আস্বাদন কর। * * * শুভাশীষ জানিও। আমরা কুশল আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

হরিওঁ

ঝিনাইদহ, যশোহর
৭ কার্ত্তিক, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা উত্তর দিব দিব করিয়া শ্রাবণ মাস হইতেই বুক-পকেটে লইয়া ঘুরিতেছি কিন্তু সময়ের অভাবে উত্তর দিতে পারি নাই। এই মাত্র আমি সিরাজগঞ্জ হইতে সারারাত্রি রেল-ভ্রমণ ও চুয়াডাঙ্গা হইতে কয়েক ঘন্টা মটর ভ্রমণ করিয়া ঝিনাইদহ পৌঁছিয়াছি। আর দুই তিন ঘন্টা পরেই নৌকা যোগে মাগুরা রওনা হইব, পৌঁছিতে বোধ হয় রাত্রি ১০৷৷০ ঘটিকা হইবে। এখানে আমি নবাগত, এজন্য সাক্ষাৎ-প্রার্থীর ভীড় নাই। তাই একটু সুযোগ পাইয়া লেখনী ধারণ করিলাম। এতদিন যে আমি তোমার পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই, সেই দুঃখটী মা তুমি তোমার মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও, ইহাই আমার সর্ব্বপ্রথম অনুরোধ।

মানব জন্ম লাভ বহু জন্মের তপস্যারই ফল বলিয়া জানিও। তন্মধ্যে নারী-জন্ম লাভের দায়িত্ব ও কৌলীন্য অধিকতর বলিয়া বিশ্বাস করিও। অতি সংক্ষেপে তোমার নিকটে ইহাই আমার উপদেশ। সত্য বলিতে কি, আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমি যদি পুরুষ না হইয়া স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতাম, তাহা

হইলে দেশ ও সমাজের হয়ত অধিকতর সেবা করিতে সমর্থ হইতাম।

শুধু সন্তান-প্রসবিনী রূপেই রমণী-জাতি গৌরবাস্পদা নহেন, চিরকৌমার্য্যের মধ্য দিয়াও রমণী জাতি মহিমায় অতুলনীয়া। এইরূপ মহিমা বহু মহীয়সী মহিলা নিজ জীবনে প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব জীবন-ভঙ্গিমার প্রতিও তোমাদের দৃষ্টি সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য।

তোমার জীবনের উপরে যত বেশী দায়িত্ব, তোমার চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতার তত অধিক প্রয়োজনীয়তা। নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ। পবিত্রতা তোমাদের জীবনের পরমাদর্শ হউক। তোমাদের নিকটে যেন আমরা ছেলের জাতি চরিত্র-সাধনায় শিক্ষা লাভ করি। তোমরা সমগ্র জাতির গুরু হও, নিজেদের জীবনে পবিত্রতার আচরণ করিয়া সমগ্র জগতের আচার্য্যা হও।

তোমার চিন্তা যত পবিত্র হইবে, অজ্ঞাতসারে তোমার বাক্য আপনা আপনি তত পবিত্র হইবে, বিনা চেষ্টায় তোমার দেহ-ব্যবহার তত পবিত্র হইবে। এই জন্য পবিত্রতা-সাধিকার মানসিক পবিত্রতা অর্জ্জনের দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য প্রদান করা সঙ্গত।

সাধারণ লোকে তোমার মনকে দেখিতে পায় না। সেই জন্যই বিনা লজ্জায় মনের ভিতরে পাপ-বুদ্ধিকে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু তোমার মনের প্রভাব অলক্ষিতে দেহ ও

বাক্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিবে। মন যাহার পবিত্র নহে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাক্য ও ব্যবহার আপনা আপনি কলঙ্কিত হয়। মন যাহার সর্ব্বদা পবিত্র, তার দেহের প্রত্যেকটী অণু-পরমাণু হইতে, তার ব্যবহারের প্রত্যেকটী বৈচিত্র্য হইতে, তার বাক্যের প্রত্যেকটী অনুরণন হইতে জগদ্ব্যাপী নির্ম্মলতার প্রবাহ দশ দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই প্রবাহ জগৎকে শুদ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে, শান্তিময় করে।

কুশলে আছি। কুশল দিও। শুভাশীষ নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

বরিশাল ষ্টীমার ঘাট
১৫ কার্ত্তিক, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, সময় মত আমি তোমার পত্রের উত্তর দেই না বলিয়া কত অভিমানই কর, কিন্তু আমার অনবসর ও পরিশ্রমের কথা শুনিলে তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই গলিবে। আজ

প্রাতে আট ঘটিকায় কমলীকন্দর হইতে নৌকাযোগে রওনা হইয়া দুপুরের সময়ে অতি ক্লেশে ঝালকাটিতে ষ্টীমার ধরিয়াছি। বিকালে পৌছিলাম বরিশাল। সারারাত্রি ষ্টীমার-ঘাটেই বসিয়া থাকিব. কাল বিকালে চাঁদপুর পৌছিয়া অন্নজল পথ্য করিব। এই ফাঁকটুকুতে বসিয়া ষ্টীমার ঘাটে তোমার পত্রের জবাব লিখিতেছি। সৌভাগ্যের বিষয়, আমার যাইবার ষ্টীমারখানা অনেক পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া রহিয়াছে এবং আমি ও আমার সঙ্গী ব্রহ্মচারীটী ব্যতীত অপর কোনও যাত্রী ষ্টীমারে নাই।—আমার এই পত্রখানা তুমি পাঠ করিয়া তোমার সমপাঠিনী প্রত্যেক বালিকাকে পড়িতে দিও।

কুসঙ্গের ফলে একটী পবিত্র-চরিতা কুমারীর জীবনেও এমন কদভ্যাসের প্রভাব বিস্তারিত হইতে পারে, যে কদভ্যাস তাহার দেহের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে ক্ষতিকর, আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর। এমন অসদাচরণে সে অভ্যস্তা হইতে পারে, যাহার ফলে দিন দিন তাহার নীতিজ্ঞান খর্ব্ব হইবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি হ্রাস পাইবে, ধর্ম্মবোধ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে থাকিবে, সদ্-বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কমিবে, সৎসাহস নাশ পাইবে। কুসঙ্গ তাহাকে এমন গোপন পাপে আসক্তা করিতে পারে, যাহার ফলে শুধু তাহার নৈতিক ক্ষতিই সাধিত হইবে, তাহা নহে, যাহার ফলে আস্তে আস্তে তাহার দেহের স্নায়ু এবং তন্তুগুলি দুর্ব্বলতা সঞ্চয় করিবে, যাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্য-নাশ ঘটিবে,

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার পক্ষে দেহের যে যে অঙ্গের সবলতা একান্তই আবশ্যকীয়, সেই সেই অঙ্গগুলি ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত ও শক্তিহীন হইতে থাকিবে। কুশিক্ষার ফলে একটী নিঃসন্দিগ্ধা কুমারী এমন পাপে অভ্যস্তা হইয়া পড়িতে পারে, যাহার অভ্যাস সে পাপ বলিয়া জানিবার পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছে এবং পাপ বলিয়া জানিবার পরেও সহজে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কুশিক্ষালব্ধ এই কদর্য্য অভ্যাস তাহার মেজাজকে খিটখিটে, মনকে সহজে উত্তেজিত, মস্তিষ্ককে ক্লান্ত, স্মৃতিশক্তিকে ক্ষীণ, চক্ষুকে দীপ্তিহীন, অধরকে হাস্যহীন এবং দেহকে লাবণ্যবর্জ্জিত করিতে থাকিবে। শুধু তাই নয়, এইরূপ কদভ্যাস তাহার শরীরকে এমন এক অবস্থায় উপনীত করিবে যে, ভবিষ্যতে যখন সে বয়স্কা হইবে, তখন নিত্য নূতন ভয়ঙ্কর ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং যমযন্ত্রণা প্রদান করিবে। এইরূপ কদভ্যাস যদি কাহারও থাকে, যে কদভ্যাসকে নিজেই লজ্জাজনক বলিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে, তাহা হইলে ক্ষণিক সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক কিশোরী এবং যুবতীর সেইরূপ কদভ্যাস প্রাণপণ যত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এমন কদভ্যাস যদি কাহারও থাকে, যাহার অনুষ্ঠান গোপনতার আবরণে লুক্কায়িত-ভাবে করিতে হয়, অপরের চক্ষুর অগোচরে যাহা সম্পাদন করিতে হয়, তবে তাহাকে

চিরতরে বর্জ্জন করিবার জন্য প্রত্যেক যুবতী ও কিশোরীর বদ্ধপরিকরা হওয়া কর্ত্তব্য। কদভ্যাসের পদতলে যে নিজের মাথা নত করে, জগতে সেই রমণী অতি ঘৃণা ও অনাদরণীয় বস্তু। কদভ্যাসের দাসত্ব যে স্বীকার করে, জগতে সেই রমণী অতি কদর্য্য নিকৃষ্ট জিনিষ। গাত্রচর্ম্ম পরিষ্কার থাকিলেই কোনও রমণী সুন্দরী হয় না, কোনও প্রকার কদভ্যাসকেই যে রমণী নিজের জীবনের উপরে প্রভুত্ব-বিস্তার করিতে দেয় নাই, সে-ই এই জগতে যথার্থ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা ও প্রপূজিতা হইবার যোগ্যা পাত্রী। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য। বাংলা ও ভারতের প্রত্যেক পল্লী ও নগরীর প্রত্যেকটী কন্যা ও কুলবধূ এই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিতা হউক, ইহাই আমার ব্যাকুল প্রাণের একান্ত প্রার্থনা।

প্রশ্ন হইতে পারে, কদভ্যাসে যাহারা আসক্তা হইয়াছে, তাহারা এই আসক্তি দূর করিবে কি করিয়া? একবার ভাল রকমে আসক্তা হইয়া পড়িলে সহজে ত' ছাড়া যায় না! সহজে ছাড়া যায় না বটে, কিন্তু কিছুতেই ছাড়া যায় না, একথা সত্য নয়। কদভ্যাসের উৎপত্তি স্থূল কুচিন্তায়। হাতকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও কদভ্যাস দমন করা যায় না, যদি মন হইতে কুচিন্তা ও কুবাসনা দূর না করা যায়। কিন্তু হাতকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া না রাখিলেও কদভ্যাস দমন করা যায়, যদি মন হইতে কুচিন্তা ও কুবাসনা নির্ব্বাসিত করা হয়। গুপ্ত ভাবে অবস্থিত

মনের এক একটা চিন্তাই শরীরটাকে পরিচালিত করিতেছে। বারংবার কুচিন্তার ফলে শরীর বারংবার কদর্য্য কার্য্যে আসক্ত হইতেছে। এই ভাবেই যত কদভ্যাস গঠিত হইয়া থাকে। কুচিন্তাকে যে দমন করিতে পারে, কদভ্যাসকে দমন করা তাহার পক্ষে অতীব সহজ। কুচিন্তাই কদভ্যাসের মূল কারণ এবং কুচিন্তাদমনই কদভ্যাস-দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়। মনোমধ্যে কুচিন্তার আবির্ভাব ঘটামাত্র তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঠিক তাহার বিরোধী একটী সচ্চিন্তাকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই হইতেছে কদভ্যাসকে শাসন করিবার মূলীভূত পন্থা।

সংক্ষেপে সকল কথা বলা হইল, কিন্তু বুদ্ধিমতী বালিকারা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া নিশ্চিতই নিজেদের আবশ্যকীয় কথা নিজেদের অন্তর হইতেই শুনিতে পাইবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

জয় মা

গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
১০ই পৌষ, ১৩৪১

মঙ্গলান্বিতাসু :—

স্নেহের মা, তোমার স্নেহ-মধুর ব্যবহার ভুলিতে পারি নাই। তোমার মধুময়-কীর্ত্তন আমার কাণে এখনো বাজিতেছে।

আমি চাহি মা, তোমার কণ্ঠ যেমন কাকলিতে বাজিয়াছে, তোমার জীবনটাও তেমন করিয়া বাজুক। তোমার জীবনের প্রত্যেকটী ভঙ্গিমা, প্রত্যেকটী পদক্ষেপ এমন মধুময়, এমন সুধাময় হউক। কিসে তাহা হয়, তা কি জানো মা? তাহা হয় পবিত্রতায়।

যে যত পবিত্র, সে তত সুন্দর। যে যত পবিত্র, সে তত উজ্জ্বল। যে যত পবিত্র, সে তত মধুর। মায়ের মত সুন্দরও কেহ নাই, মধুরও কেহ নাই। কারণ, মায়ের মত পবিত্র কেহ নাই। আমি চাই, তুমি আজীবন আমার চোখে পবিত্রতার দীপ্তিতে অপরূপ হইয়াই প্রকাশ পাও। একটী মায়ের মুখেও যেন আমি একটী দিনের তরে অপবিত্রতার কালিমা-প্রলেপ দর্শন না করি।

তোমরা মায়ের জাতি,—তোমাদের স্নেহ-দৃষ্টি সন্তানের জাতির সর্ব্বাঙ্গে পবিত্রতার জ্যোৎস্না-ধারা বর্ষণ করুক। তোমাদের কোমল কণ্ঠ সন্তানের জাতির কর্ণমূলে পবিত্রতার অমোঘ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করুক। তোমাদের মানস-মোহন সুবিমল রূপবিগ্রহ সন্তানের জাতির পাপ-লালস চক্ষুকে সংযত করুক, স্বচ্ছ করুক, সরল করুক। তোমাদের কাছে মা আমার ইহাই প্রার্থনা।

একটু বুঝিতে চেষ্টা করিও, তোমার পাগ্‌লা ছেলে তোমার নিকটে কি চাহিয়া বসিল। একটু ভাবিলেই সব কথা

বুঝিতে পারিবে এবং একটু বুঝিলেই সকল প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিবে। জগতের কোনও মহৎ কাজ তোমাদের অসাধ্য নহে, যদি মা সন্তানের প্রতি অকপট স্নেহ থাকে।

শুভাশীষ জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

ওঁমা

শ্রীহট্ট
২২শে পৌষ ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। আমার কথাগুলি যে তোমার ভাল লাগিয়াছে, ইহাই আমার আনন্দের কারণ। ভাল কথা যার ভাল লাগে, সে যথার্থই সৌভাগ্যবতী।

বিশ্বাস কর, তুমি একটী ফুটন্ত ফুলের মত এক সময়ে সৌরভে জগৎ আমোদিত করিতে সমর্থ হইবে। এই বিশ্বাসই তোমার জীবনটীকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাসই সত্য ও পবিত্রতার মূল ভিত্তি। এই বিশ্বাসে তুমি সুপ্রতিষ্ঠিতা হও।

ভাল আছি। কুশল দিও। আমার প্রাণভরা স্নেহাশীষ গ্রহণ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

পাথরকান্দি, শ্রীহট্ট
২১ মাঘ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমাদের মত লক্ষ্মী মা পাওয়া ভাগ্যের কথা, কিন্তু কেবল দুইটী তিনটী মা'ই যৌগিক আসনমুদ্রাদি অভ্যাস করিবে, আর কেহ ইহা শিখিবে না,—ইহাতে আমি সন্তুষ্ট নহি। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ শিক্ষালব্ধ বিষয় অপরাপর মেয়েদিগকে শিক্ষা দাও। আমি দেখিতে চাহি যে, তোমরা আমার তিনটী লক্ষ্মী-মা অপরাপর বহু মেয়েকে উৎসাহিনী করিয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছ।

তোমাদের কথা যখনি আমি মনে করি, তখনি আনন্দে অধীর হই। পবিত্রতার তোমরা প্রতিমূর্ত্তি। তোমাদিগকে দেখিলেই আমার জগজ্জননীর কথা মনে পড়ে। বিশ্বভুবনের

প্রত্যেকের চক্ষু যাঁহাকে দেখিলে পবিত্র হয়, প্রত্যেকের কর্ণ যাঁহার বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হয়, আমি তোমাদের মধ্যেই সেই জগজ্জননীকে দর্শন করি। তোমাদিগকে দেখিলে আমার নয়ন্ জুড়ায়, প্রাণ স্নেহ-ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া যায়, দেহমন বিমল আনন্দে আন্দোলিত হইয়া ওঠে। সত্যই তোমরা জগন্মাতারই বিগ্রহ-স্বরূপিণী, নতুবা এমন হইত না।

কিন্তু মা, এই কথা কি তোমাদের স্মরণে আছে? আজ অন্তরে প্রশ্ন কর মা, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি? তোমার নিত্য-স্মৃতিকে জাগরিতা করিবারই জন্য তোমার সন্তান তোমার উপদেষ্টার রূপ ধরিয়া কাছে আসিয়াছে।

প্রস্ফুটিত কমলের মত তুমি সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের প্রাণ তোমার পবিত্রতা। পূর্ণিমার চন্দ্রমার মত তুমি সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের প্রাণ তোমার পবিত্রতা। ইন্দ্রধনুর বর্ণের ন্যায় তুমি সুন্দর।—এই সৌন্দর্য্যের প্রাণ তোমার পবিত্রতা। তুমি নিষ্পাপ, তাই তুমি সুন্দর, কামনা-কলুষ দ্বারা তুমি অকলঙ্কিতা, তাই তুমি সুন্দর। পবিত্রতাই তোমার সকল সৌন্দর্য্যের উৎস। তোমার এই পবিত্রতা ধ্রুবনক্ষত্রের মত অটল হউক।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

হাইলাকান্দি, কাছাড়
২৮ মাঘ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা * * * জীবনের প্রথম প্রভাতে তোমরা কত সুন্দর, কত মধুর, কত আনন্দদায়ক তোমাদের মূর্ত্তি। তোমাদের দেখিলে প্রাণমন জুড়ায়, নয়ন স্নিগ্ধ হয়। কেন জানো মা ?

কারণ তোমরা পবিত্র।

জগতে যে যত পবিত্র, সে তত সুন্দর। যে যত পবিত্র, সে তত মধুর। যে যত পবিত্র, সে তত উন্নত। যে যত পবিত্র, সে তত মহান্।

রং মাখিয়া কেহ সুন্দর হইতে পারে না, অন্তরের পবিত্রতাই সুন্দরতা দান করে। সাজ-গোজ করিয়া কেহ লাবণ্য বাড়াইতে পারে না, পবিত্রতাই লাবণ্য ফুটাইয়া তোলে। ঠোঁটে মধু মাখিলেই কেহ মধুময়ী হয় না, অন্তরে যদি পবিত্রতার দিব্য মধু সঞ্চিত না থাকে। মঞ্চোপরি দাঁড়াইলেই কেহ উন্নত হয় না, বুকের ভিতরে যদি হিমাচল-তুল্য অভ্র-ভেদিনী পবিত্রতা অচল অটল হইয়া না রহে। বক্ষ স্ফীত করিলেই কেহ মহত্ত্ব লাভ করে না, যদি মহত্ত্বের মাতৃ-স্বরূপিণী পবিত্রতাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়

মা আমার! এই পবিত্রতা তোমার জীবনের মূল ভিত্তি হউক। তোমার জীবনের আকাশে যেন একটী অপবিত্রতার গ্রহও উঁকি দিতে না পারে। তোমার জীবনের ক্ষেত্রে যেন একটী অপবিত্রতার বীজও পতিত হইতে না পারে। তোমার জীবন-নিকুঞ্জে যেন একটী অপবিত্রতার ফুলও না ফুটিতে পারে। তোমার জীবন-মলয়ে যেন অপবিত্রতার একটী দুর্গন্ধ রেণুও প্রবাহিত না হইতে পারে। জীবন তোমার পবিত্রতা-স্বরূপ হউক; পবিত্রতা তোমার জীবন-স্বরূপ হউক।

শুভাশীষ জানিও। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

মুক্তাছড়া, কাছাড়

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, * * * সামাজিক জীবন যাহারা যাপন করিবে, তাহাদিগকে আমন্ত্রণ গ্রহণ ও রক্ষা করিতেই হয়। সুতরাং শ্রীযুক্ত—কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে তোমাকে আমন্ত্রণ করা বা তোমা কর্ত্তৃক তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা আমি অস্বাভাবিক মনে করি না।

কিন্তু মা এই সকল ব্যাপারে অনেক কথা চিন্তা করিবারও রহিয়াছে।

একজন অবিবাহিত বা বিপত্নীক ব্যক্তির গৃহে একজন যৌবন-প্রাপ্তা কুমারীর নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ গমন অনেক সময়েই সুশোভন নহে।

নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবাহিত হইলেও তাঁহার স্ত্রীর একান্ত আগ্রহ সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে ঐরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টা সুবুদ্ধিসঙ্গত নহে।

তাঁহার স্ত্রীই যদি নিমন্ত্রণ করেন, তাহা হইলেও সঙ্গি-বর্জ্জিত ভাবে একাকিনী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য যাওয়া উচিত নহে।

আর, উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী লইয়াও যদি যাও, তবু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল অবস্থান সম্মানজনক নহে।

আর যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল অবস্থানও ভ্রমক্রমে করা হয়, তবু একজন কুমারীর পক্ষে কোনও পুরুষ-নিমন্ত্রণ-কারীর গৃহে নিশাযাপন যশোবর্দ্ধক নহে।

সামাজিক পদমর্য্যাদা বা দেশব্যাপী খ্যাতির হিসাবে তিনি যত বড় ব্যক্তিটীই হউন, তোমাকে ডাকিলেই যে তুমি তাঁহার গৃহে যাইবে এবং বলিলেই যে তাঁহার গৃহে দুই চারি দিন বাস করিয়া আসিবে, এত সস্তা তুমি নিজেকে কখনই করিতে পার না। এইরূপ লোকের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইলে বর্ত্তমান

বাংলার শতকরা সত্তরটী মেয়েই হয়ত মহানন্দে নাচিতে নাচিতে গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিত। কিন্তু সস্তা মেয়েরা চিরকাল জগতে দুঃখভোগ করে,—এই কথা তোমার মনে রাখিতে হইবে।

কখনই নিজেকে সস্তা করিও না। * * * সস্তা মেয়ের জন্য জগতের একটী প্রাণীও অন্তরে শ্রদ্ধা অনুভব করে না। মনে রাখিও, তোমার লক্ষ্য ও গতিপথ গতানুগতিক নহে। যত বড় লোকই হউক, কাহারও আদরে গলিয়া যাইও না। বড়লোকের আদরের চেয়ে তোমার চরিত্রের পবিত্রতার মূল্য কোটিগুণ বেশী। অন্তরে জান, তুমি সহজ-প্রাপ্যা নহ, সহজ-লভ্যা নহ। খলতা, কপটতা, আদর বা সোহাগ দিয়া যথার্থ চরিত্রবতী কুমারীর সম্ভ্রম ও সম্মানকে ক্রয় করা যায় না।

শুভাশীষ জানিও। ❋ ❋ ❋ তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

পাবনা

২২ ফাল্গুন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, * * * তুমি যেন কখনো কাহারো ক্রীড়নক

না হও। কামের নহে, ক্রোধের নহে, লোভের নহে, মোহের নহে, সুচতুরা কোনও লালসা-ব্যাকুলা মনোবৃত্তির নহে। তুমি হইবে প্রতিমা,—শ্রীভগবানের পবিত্রতার ও নিখিল-মঙ্গল প্রেমের।

কৌমার্য্য শব্দটাই পবিত্রতার প্রতীক। কুমারী-জীবন আর দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যের জীবন এক কথা। যে কুসুমে কীটদংশ আছে, সেই কুসুমের মাধুর্য্য নাই; যে মাধুর্য্যের অপব্যবহার নাই, তাহা আর কৌমার্য্য একার্থবোধক।

এই জন্যই কুমারী মাত্রেই আমার নয়নে অপরূপ লাবণ্যময়ী, অপরিসীম মহিমাশালিনী। আমার নয়ন তোমার মধ্যে এই লাবণ্য ও এই মহিমা দর্শন করিয়াছে। তোমার জীবন এই লাবণ্য ও এই মহিমাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করুক।

তোমার মধ্যে আমি হতাশার একটা করুণ ছায়া অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। ইহাকে তুমি নির্ব্বাসিত কর। ★ ★ ★ বিশ্বাস কর তোমার জীবনকে, বিশ্বাস কর তোমার ভবিষ্যৎকে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

জয় মা   রাজসাহী

২৮ ফাল্গুন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, ★★★ আজিকালিকার দিনে ছাত্রী-নিবাসে বাস করা খুবই কঠিন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে সেখানে গিয়া বাড়ীর চাইতে অধিক আরামে থাকিতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু গৃহ অপেক্ষা ছাত্রী-নিবাসে তার নৈতিক স্খলনের গুপ্ত সম্ভাবনা স্বভাবতঃ অধিক। এই বিষয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা আমি করিব না। তবে তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, ছাত্রী-নিকেতনের সকল মেয়েদের সহিতই প্রীতি রক্ষা করিও কিন্তু কাহারও সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিও না। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাতে কাহারো কাহারো আভ্যন্তর চপলতার আকর্ষণ তোমার মনকে সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। বৃথা বাচালতা বা বহু-ভাষিতার মধ্যে একেবারেই যাইবে না। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় তোমার জীবনে যে গরীয়ান্ একটী মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, এই কথাটি সকলের নিকটে গোপন রাখিয়াও অন্তরে উজ্জ্বল ভাবে সজাগ রাখিও।

বয়ঃসর ধর্ম্মে মন নিম্নগামী হইতে চাহিলে ভগবানের পরমপবিত্র নামের বলে তাহাকে উর্দ্ধগামী করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইবে। ইহাতে যেন চেষ্টার ও উদ্যমের ত্রুটী না ঘটে। সকল বিদ্যার চেয়ে ব্রহ্মবিদ্যা অধিকতর শ্লাঘনীয়। সকল জ্ঞানের অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মা, ব্রহ্মবিদ্যার জন্মভূমি নামের অকুরন্ত সেবা।

মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবে। চিত্তকে সর্ব্বদা নিঃস্পৃহ রাখিবে। বুদ্ধিকে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখিবে। দৃষ্টিকে সর্ব্বদা নিষ্কাম রাখিবে। জিহ্বাকে সর্ব্বদা অনাবিল রাখিবে। দেহকে সর্ব্বদা নিক্লেদ রাখিবে। শয্যা ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু বার্‌হার্‌ওয়া, সাঁওতালপরগণা

৫ই চৈত্র, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা অ—, ★★★ মনে রাখিও মা, যাহা কিছু অভ্যাস করিতে আমার নিকটে উপদেশ পাইয়াছ, সকলেরই মূল উদ্দেশ্য পবিত্রতা লাভ, পবিত্রতার সাধন। দেহকে এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত রাখিবার জন্যই তোমাদের যাবতীয় যৌগিক অনুষ্ঠান।

মনে মনে ধ্যান করিও. তোমার দেহ একটী ফুল। এই ফুলটী দেবতার পুজায় অর্পণ করিতে হইবে, দেবতার কাজে লাগাইতে হইবে। কীটে যেন ইহা দংশন না করে। পতঙ্গে যেন ইহার উপরে মলত্যাগ না করে। কুক্কুরে যেন ইহা শুঁকিয়া না যায়। ছাগলের যেন ইহাতে মুখ না লাগে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—দেবার্চ্চনার অমল কুসুমটী যেন বরাহের পদতলে নিষ্পিষ্ট না হয়। সতর্ক থাকিতে হইবে, দুর্দ্দান্ত তস্কর যেন ফুটিবার আগেই এই কুসুমটীকে মুকুলে না বৃন্তচ্যুত করে।

মনে মনে প্রতিদিন দেহরূপ ফুলটীকে উৎসর্গের জন্য ভগবানের পায়ের কাছে ধরিও। তিনি যেন পূজার জন্য ইহা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিও।

ইহাই তোমার জীবনের সার্থকতার পরম পন্থা। এই কথা ভুলিও না মা।

তোমার বয়সী শত শত কুমারী জীবনের মহিমা ভুলিয়া বিপথে চলিতে চাহিতেছে। এই দৃশ্যে প্রলোভিতা হইও না। পাশ্চাত্য দেশের তৃষাতুর ভোগবাদ আজ কত কুমারীর চেলাঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে,—তার পানে তাকাইও না। ভারত-কুমারী পবিত্রতা দিয়াই তার মনুষ্যত্বকে প্রস্ফুটিত করিবে। তোমরা যথার্থ ভারত-কুমারী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

হরি ওঁ হাজারিবাগ

১৮ চৈত্র, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তাড়াতাড়িতে আমি তোমাকে কয়েকটা কাজের কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই। এজন্য সেই কয়টা কথা এই পত্রে লিখিব।

তুমি বাস করিতেছ ছাত্রী-নিবাসে। এজন্য তোমার কতকগুলি সতর্কতা দরকার।

অপরের গামছা ব্যবহার করিবে না। কারণ, বাহিরে সুস্থ দেখাইলেও ভিতরে অনেকে পৈতৃক পাপজ ব্যাধিতে আক্রান্তা থাকে। তাহাদের গামছা চখে, ঠোঁটে, শরীরের কোনও ক্ষতে বা গুপ্তস্থানে লাগিলে অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাধি জন্মিতে পারে।

অপরের শয্যাতে বসিবে না।

অপরকে নিজ শয্যাতে শয়ন করিতে দিবে না।

অপরের ব্যবহৃত সাবান ব্যবহার করিবে না।

নিজ থালা, বাটি, গ্লাস ব্যতীত অন্য থালা, বাটি বা গ্লাসে জলপান বা খাদ্য গ্রহণ করিবে না।

সকলের সহিতই দৈহিক মাখামাখি বর্জ্জন করিবে। কেহ আদর করিয়া বা স্নেহ দেখাইবার জন্য গায়ে হাত দিতে চাহিলে

তাহাকে নিরস্ত করিবে বা স্থানত্যাগ করিবে। কেহ অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিলে তাহাকে বর্জ্জনীয় জানিবে।

যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অধিক এসেন্স ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিপজ্জনক মনে করিবে। অনেক রমণী শরীর মধ্যে ঘৃণাজনক রোগের দুর্গন্ধ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য কড়া এসেন্স ব্যবহার করিয়া থাকে।

সুন্দর শিশু দেখিলেও তাহাকে চুমো খাইবে না। অন্য ভাবে আদর প্রদর্শন করিতে দোষ নাই।

তুমি যে ব্রহ্মচারিণী, তোমার জীবনের সহিত সাধারণ মানবীর জীবনের যে তফাৎ আছে, তাহা এক নিমেষের জন্যও বিস্মৃতা হইও না। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

জয়গুরু

বর্দ্ধমান-হরিসভা,
১৬ আষাঢ়, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, আজ এখানকার হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান করিলাম। মেয়েরা যে কত সহজে কথা বুঝিয়া

লয়, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাশক্তির অংশ যে তোমরা, একথা তোমাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়ার মাত্র অপেক্ষা করিতেছে। আমি ত' প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, কবে তোমরা আসিয়া নিজেদের তরণীর হাল নিজেরা ধরিবে।

কিন্তু নিজেদের হাল যাহারা নিজেরা ধরিবে, তাহাদিগকে সত্যাচারিণী হইতে হইবে। অসত্য পবিত্রতার মূলদেশকে উৎখাত করে, সত্যই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম কথা। অসত্য ব্রহ্মচর্য্যের সব চেয়ে বড় শত্রু। তোমাদিগকে জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে অসত্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

বুঝিবার ভুলে আধুনিক বালিকা কত মিথ্যা বলে, কত মিথ্যাকে স্বীকার করে। পবিত্র জীবনের মধ্যে কিন্তু মা তাহার কোনও স্থান নাই। তোমার একটী হিতকারী বন্ধু তোমার সহোদর বা নিকট আত্মীয় না হইয়াও যদি সহোদর বা নিকট আত্মীয় বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে চেষ্টা করে, আর তাহা যদি তুমি কখনও স্বীকার করিয়া লও, তাহার যদি তুমি প্রতিবাদ না কর, তাহা হইলে তুমি সত্যভ্রষ্টা হইলে, অসত্যাচারিণী হইলে। তোমার সহিত যাহার যে সম্পর্ক নাই, সে যদি তোমার সম্পর্কে সেই পরিচয় প্রদান করিয়াও তোমার ক্ষমা বা সম্মতি লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি অসত্যাচারিণী। অসত্যাচারিণী যাহারা, নারীজাতির কোনও পরমমঙ্গল সাধনের উচ্চ অধিকার তাহারা কখনও প্রাপ্ত হয়

না। একটী অসত্য শত অসত্যকে সৃষ্টি করিবে এবং অসত্যই ক্রমে অপবিত্রতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া চিরস্থায়িত্ব দান করিবে।

হয়ত তোমার কোনও পুরুষ-বন্ধু কোনও সময়ে বুঝিবার ভুলেই তোমার সম্পর্কে মিথ্যা পরিচয় দিতে চাহিবে। তোমার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা যে সমাজ-শাসনের অনুমোদিত, তাহা লোকচক্ষে প্রমাণিত করিবার জন্য তোমাকে সহোদরা ভগিনী বা খুড়তুত বোন বলিয়া পরিচয় দেওয়া সে আবশ্যক বোধ করিবে। কিন্তু তার বুদ্ধির এই ভ্রমকে তোষণ করিবার জন্য, লোকের নিকটে অপদস্থ হইবার দায় হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তুমি কখনও অসত্যচারিণী হইতে পার না। জগন্মাতা যদি মিথ্যাকে আদর করেন, তবে তার সন্তানেরা হইবে চোর আর ডাকাত। সামান্য একটা ঠেকাতেই যদি সত্যকথা বলিবার সাহস লুপ্ত হইয়া যায়, তবে বেশী ঠেকার সময়ে কি করিতে হইবে, বল দেখি?

মিথ্যা কহিবে না এবং মিথ্যায় সম্মতা হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। সত্যই পবিত্রতার আশ্রয়। সত্যহীনার পবিত্রতার সাধনা নিষ্ফল। সত্যচ্যুতার সচ্চরিত্রতা আকাশ-কুসুমবৎ কল্পনা মাত্র। মিথ্যাচরণে বা মিথ্যার সমর্থনে কখনও যেন তোমাকে লিপ্ত হইতে না হয়, তাহার জন্য নিয়ত জগৎ-পতির পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইবে। তোমরা আমার

হৃদয়ের আনন্দদায়িনী পবিত্রতার প্রতিমা। তোমাদের মধ্যে কণামাত্র পাপের স্পর্শ বা পাপের সমর্থন দেখিলে আমি শোকে দুঃখে মরিয়া যাইব। তোমরা কিছুতেই তোমাদের সম্পর্কে কোনও মিথ্যাকে অবনতমস্তকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিতে পার না।

একটা মিথ্যা শত মিথ্যা প্রসব করে, একথা ত' জান। স্ত্রীলোক সম্পর্কে একটী মিথ্যা শত অপবাদের সৃষ্টি-বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখে। দশ বৎসর পূর্ব্বের একটী মিথ্যা পরিচয় দশ বৎসর পরে একটী নির্ম্মলচরিত্রা ললনার সংসারের সকল শান্তি নষ্ট করিয়াছে, চিত্তের সকল আনন্দ হরণ করিয়াছে, জীবনব্যাপী পবিত্রতার সাধনাকে অপবিত্র কদর্য্যতায় পঙ্কিল বলিয়া লোকচক্ষে প্রমাণিত করিয়াছে, জগতে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মিথ্যাতে যদি চিত্তের সমর্থন পাও, দয়াবশে বা প্রয়োজনবশেও যদি কখনও মিথ্যাকে ক্ষমা করিবার রুচি পাও, তখনি জানিবে, দেবীত্ব তোমার ভিতর হইতে সুদূরে অপসারিত হইতে চলিতেছে, তোমার মধ্যে পাপলোলুপ অপদেবতা প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিতেছে। তোমার ভিতরে দৃঢ়তার অভাব তোমার পক্ষে আত্মাবমাননা, একথা কখনও ভুলিও না।

শুভাশীষ জানিও। কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের ছেলে
স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

জয়গুরু বরাহনগর, কলিকাতা

১৯ আষাঢ়, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা,— * * * অভ্যাসের দোষেই মন কুচিন্তার আকর হয় এবং মনের মধ্যে কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দানের ফলেই দেহ কুকার্য্যে অগ্রসর হয়। অভ্যাসের গুণেই মন হইতে কুচিন্তা দূর করা যায় এবং কুচিন্তা দূরীভূত হইলেই দেহের কদভ্যাস ও দেহের পাপপ্রবণতা হ্রাস পায়। এই জন্য একদিকে প্রয়োজন চিন্তা-সংযম, অপর দিকে প্রয়োজন পবিত্র চিন্তার অনুশীলন। কুচিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়া মাত্র যদি তাহার প্রতি খড়গহস্ত হও, যতবারই কুচিন্তা মনের মধ্যে উঁকি দিতে চাহিবে, ততবারই যদি তুমি তাহাকে লগুড়-প্রহার করিতে উদ্যতা হও, তাহা হইলে ক্রমশঃ কুচিন্তার সাহস কমিয়া যাইবে। কুচিন্তার উদয় মাত্রেই যাহারা তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকরা হয় না, তেমন মেয়েদের মন হইতে কুচিন্তা কখনও দূর হইতে ত' চাহেই না, বরঞ্চ একেবারে চিরস্থায়ী আসনই গাড়িয়া বসিতে চাহে। যত প্রীতিকরই হউক, কুচিন্তার সহিত আপোষ করিতে নাই। যতই লোভজনকই হউক, কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নাই।

পুরুষ-জাতির ন্যায়ই নারী-জাতিরও সকল উন্নতি চিন্তার-

পবিত্রতার উপরে নির্ভর করিতেছে। চিন্তাগুলি যাহার কলুষিত, মুখে সে যত মধুর বচনই বলুক না কেন, তাহাকে অনুন্নতই বলিব। আর, চিন্তাগুলি যাহার কদর্য্য, বাহিরে সুন্দরতা ও শোভনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও, তার চক্ষু-মুখের দীপ্তিহীন নীরসতার মধ্য দিয়া তার অন্তরের পাপ ধরা পড়ে। আগুনকে যেমন বস্ত্রখণ্ড দিয়া চাপিয়া রাখা চলে না, চিন্তারাশির পঙ্কিলতাও তেমন বাহিরে নিজ প্রভাব বিস্তার করে। অপরের অজ্ঞাতসারেই তোমার মনের মধ্যে সকল চিন্তার উদয় এবং বিলয় হইয়া থাকে, একথা সত্য। সুতরাং পাপচিন্তাতে নিরতা থাকিয়াও লোকের নিকটে সেই চিন্তাকে আপাততঃ গোপন রাখা যায়। কিন্তু শরীরের এবং ব্যবহারের উপরে চিন্তার ফলকে গোপন রাখা যায় না। মনের ভিতরে যদি কোনও পাপচিন্তা থাকে, লোকে সেই পাপ-চিন্তাকে হয়ত নাও দেখিতে পারে, কিন্তু আজই হউক আর কালই হউক, সেই চিন্তার কুফল লাবণ্যহীনতারূপে তোমার মুখে প্রকাশ পাইবে। কুচিন্তার কুফল অশ্লীল কথা শ্রবণের আগ্রহ-রূপে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পাইবে। সেই কুচিন্তার কুফল অশ্লীল কথার আলোচনায় রুচি-রূপে তোমার রসনায় প্রকাশ পাইবে। সেই কুচিন্তার কুফল অশ্লীল চিত্রদর্শনের কৌতূহল-রূপে তোমার নয়নে প্রকাশ পাইবে। সেই কুচিন্তার কুফল নিষিদ্ধ বা নিষ্প্রয়োজনীয়

ব্যক্তির সহিত অবৈধ বা অনাবশ্যক ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা-রূপে তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পাইবে। মনের কুচিন্তাকে তুমি গোপন করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু কুচিন্তার কদর্য্য ফলকে গোপন করিয়া রাখিবার আর উপায় নাই, সে আত্মপ্রকাশ করিবেই। মনের চপলতা দেহের চপলতা সৃষ্টি করিবে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অস্বাভাবিক-রূপে চপল করিয়া তুলিবে। একজন সচ্চিন্তাপরায়ণা যথার্থ-চরিত্রবতী সাধিকা কুমারীর সমক্ষে দুইটী মিনিট বসিয়া থাকিলেই তোমাতে আর তাঁহাতে যে কত পার্থক্য, তাহা ধরা পড়িবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, মনের কুচিন্তা অধিকাংশ স্থলে দেহের ব্যাধি-রূপে প্রকাশ পায়। কুমারী-জীবনে দেহের লাবণ্য নাশ অধিকাংশ স্থলে মানসিক কুচিন্তারই ফল। কুমারী-অবস্থায় বিনা কারণে সুনিদ্রার অভাবও প্রায় স্থলেই মানসিক কুচিন্তারই ফল। যৌবন-বিকাশের সময়ে স্বাভাবিক ভাবে মানসিক রজঃস্রাব না হইয়া যাওয়াও কতক কতক স্থলে তীব্র কুচিন্তারই ফল। সাধারণ খাদ্য-বস্ত্রাদির ও প্রয়োজনীয় বস্তু-সমূহের অভাব নাই, অথচ দেহের অপুষ্টি ও নিত্য নিত্য মাথাধরা প্রভৃতি রোগের নিয়ত আবির্ভাব, অধিকাংশ স্থলে মানসিক কুচিন্তারই ফল। অকারণে মেজাজ খারাপ হওয়া, পরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া কেবল নিজেরই স্বার্থ পূরণের জন্য চেষ্টা

করিয়া লজ্জিত না হওয়া, দিবারাত্রি বিলাসিতা ও রূপসজ্জার দিকে লক্ষ্য রাখা, প্রভৃতিও অধিকাংশ স্থলে মানসিক কুচিন্তারই বাহ্য পরিণাম। মনের ভিতরে কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে বাহিরে তাহার এই সকল বিকার প্রকাশ পাইবেই পাইবে।

সুতরাং জীবনকে সত্য সত্যই সুন্দর যে করিতে চাহে, সকলের নিকটে আদরণীয়া যে হইতে চাহে, তেমন কুমারীকে সর্ব্বপ্রযত্নে কুচিন্তা দমন করিতেই হইবে।

এই চিন্তা-সংযমের শক্তিও তোমার আছে। তোমার ভিতরেও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী আদ্যাশক্তি জগজ্জননী বাস করেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কুচিন্তা সংযত করিবার সামর্থ্য জন্মে। কুচিন্তার উদয় মাত্র নিজেকে পবিত্রতা-স্বরূপিণী জগজ্জননী বলিয়া প্রবল চিন্তা করিতে আরম্ভ কর, বজ্রগর্জ্জনে হুঙ্কার করিয়া ওঠ,—"আমি নির্ম্মল, আমি পবিত্র",—কুচিন্তা পলায়ন করিবে। নিয়ত অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ প্রবল পাপ-চিন্তাও এই ভাবে পরাভূত ও পদানত হইবে।

* * *

প্রাত্যহিক নামজপ পরিত্যাগ করিও না। কুচিন্তা যতই প্রবল হইতে চাহিবে, তুমিও ভগবানের পরমপবিত্র নামে ততই নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। নামের

মধ্যে যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছে, তাহার উপরে কামের কোনও অধিকার থাকিতে পারে না। নামের বলে অবহেলে তুমি অপার কুচিন্তা-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। * * * কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি--

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

জয় জগদীশ্বর

বেলেঘাটা, কলিকাতা
২৫ আষাঢ়, ১৩৪২

কল্যাণকলিতাসু :—

স্নেহের মা,—★ ★ ★ মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, মলশৌচ, মূত্র-শৌচ, স্নান-কালীন নিম্নাঙ্গ-মার্জ্জন, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য পাপ কার্য্য নহে। তথাপি এই সকল কার্য্য গোপনেই করিতে হয় এইরূপ বিধি সভ্যসমাজে প্রচলিত আছে। এইরূপ বিধি প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে, তোমার মনে পাপ না থাকিলেও প্রকাশ্যে তুমি এই সকল কার্য্য করিলে অপরের মনে তোমার সম্পর্কে পাপ-বুদ্ধির উদয় ঘটিতে পারে। এই সকল বিষয়ে গোপনতা অবলম্বনকে আমি নিন্দা করি নাই।

ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন, পূজা-অর্চ্চনাদি কার্য্যও সাধারণতঃ

যথাসম্ভব গোপনেই করার বিধান। কারণ, ঈশ্বরারাধনা নিভৃত স্থানে না করিলে মন সহজে স্থির না হইতে পারে এবং লোক দেখাইয়া ঈশ্বরারাধনা করিলে অনেক সময়ে ব্রহ্মচিন্তা না হইয়া ভণ্ডামি হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে প্রয়োজনমত গোপনতা অবলম্বনকেও আমি নিন্দা করি নাই।

কিন্তু মনে কর একজন পুরুষ বন্ধু বা আত্মীয় তোমার গায়ে হাত দিল। লোকজনের সমক্ষে বা তোমার পিতামাতার চখের উপরে সে এ ভাবে হাত দিতে সাহস পাইত না। লোকজনের সমক্ষে এ ভাবে তোমার গায়ে হাত দিলে তুমিও লজ্জাজনক বা নিন্দার্হ বলিয়া মনে করিতে এবং তজ্জন্য কুণ্ঠিতা হইতে। এইরূপ কার্য্য গোপনে হইতে দেওয়াই পাপ। আমি তোমাকে এরূপ ব্যাপার হইতেই সম্পূর্ণ-রূপে দূরে থাকিতে লিখিয়া থাকি।

মনে কর, তোমার একজন পুরুষ বন্ধু বা আত্মীয় তোমাকে একটু আদর করিল, একটু স্নেহ দেখাইল, একটু সোহাগ প্রদর্শন করিল। লোকজনের সমক্ষে বা তোমার পিতামাতার চখের উপরে সে হয়ত এতটা আদর জানাইতে সাহস পাইত না। লোকজনের সমক্ষে এভাবে আদর গ্রহণ করিতে হয়ত তুমিও কুণ্ঠা বা লজ্জা অনুভব করিতে। এইরূপ কার্য্য গোপনে হইতে দেওয়াই পাপ। আমি তোমাকে এরূপ ব্যাপার হইতেই সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিতে চাহি।

অধিকাংশ দুষ্ট ও লম্পটেরা অল্প অল্প করিয়াই অগ্রসর হয়। একদিনে কিম্বা হঠাৎ তাহারা কোনও কদর্য্য কার্য্য করিয়া ফেলে না। নিশ্চিন্তে পা ফেলিবার পূর্ব্বে তাহারা পায়ের অঙ্গুলী দিয়া মাটি একটু আধটু চাপিয়া দেখিয়া লয় যে, এখানে পা ফেলিলে দাঁড়াইবার শক্তি হইবে কিনা। যদি দেখে মাটি বড়ই পিচ্ছিল, তবে তাহারা সেখানে পা ফেলে না, অন্য স্থানে ধাবিত হয়। যে মেয়েটীর চরিত্র-নাশের সঙ্কল্প তাহারা করে, সেই মেয়েটীকে প্রথম-দর্শনেই তাহারা প্রায়শঃ আক্রমণ করে না। প্রথমতঃ একটু খাতির জমায়। তারপরে হয়ত একদিন আঁচলে হাত দেয়। ইহাতেও যদি দেখে যে মেয়েটী বড় বিরক্তি প্রদর্শন করিতেছে না, তাহা হইলে দু'চারদিন পরে দেয় তার বাহুতে হাত। ইহাতেও যদি বিরক্তির লক্ষণ না প্রকাশ পায়, তাহা হইলে হয়ত হাত দেয় গণ্ডে কিম্বা বক্ষে। ইহাতেও যদি উল্লেখযোগ্য কোনও বিরক্তি বা ক্রোধের লক্ষণ না দেখা যায়, তখন সে সুকৌশলে হাত দেয় তার নাভিতে। এতেও যদি বিরক্তির চিহ্ন না প্রকাশ পায়, তখন লম্পটেরা ভাবে যে, মেয়েটী পাপ-পথে যাইতে নিজে হইতেই ইচ্ছুকা হইয়া আছে, সুতরাং তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় নৃশংস ভাবে লম্ফ দিয়া আপতিত হয় এবং জামা-কাপড়, লাজ-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম সব দন্তনখরাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুর মত নির্ম্মম চিত্তে রমণীর সার-সর্ব্বস্ব সতীত্ব-ধন লুণ্ঠন করিতে থাকে। তখন

আর শত বাধা দিয়াও দুর্ব্বৃত্তকে দমন করা যায় না, পায়ে পড়িয়া কাঁদিলেও সে আর তখন নিষ্কৃতি দেয় না, গোড়ায় তাহাকে বাধা দেওয়া হয় নাই বলিয়াই শেষ কালের বাধা আর কোনও সুফলই প্রদান করে না। এই জন্যই বলিয়াছি, গোপনতা পাপ।

বিদ্যার্জ্জনের জন্য পুরুষের সহিত একত্রিত হইয়া স্ত্রীলোককে সাময়িক ভাবে থাকিতে হইতে পারে। বিপজ্জনক হইলেও কেহ কেহ ইহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু কোনও পুরুষ সহপাঠীর প্রতি তোমার কিম্বা তোমার প্রতি কোনও পুরুষ সহপাঠীর এমন কোনও আচরণ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, যাহা নির্দ্দোষ হইয়া থাকিলেও সর্ব্বসমক্ষে লজ্জাজনক। যাহা গোপনে করিতে হইবে, তাহা ভাল কাজ হইলেও এস্থলে বর্জ্জনীয়।

জীব ও জগতের সেবার জন্য এক বা একাধিক পুরুষ সহকর্ম্মীর সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতে পারে। কার্য্যের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বুঝিয়া ঘনিষ্ঠতা অল্পকালস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু এতদবস্থাতেও এমন কোনও প্রকার ঘনিষ্ঠতা হওয়া সঙ্গত নহে, যে ঘনিষ্ঠতাকে লোকচক্ষু হইতে লুকাইয়া বাঁচাইতে হয়।

আমি কি তোমাকে আমার বক্তব্য বুঝাইয়া উঠিতে

পারিয়াছি মা? যাহা বলিলাম, তাহা বুঝিয়াছ মা? সতর্কতা নারীর উন্নতির বিঘ্ন নহে, অসতর্কতাই সব চেয়ে বড় বিঘ্ন। অসতর্কা বালিকারা প্রগতির নামে অগতি আনিবে। আত্ম-সম্মানজ্ঞান অটুট রাখিয়া সতর্ক পদসঞ্চারে যাহারা উন্নতির পথে ধাবিতা হইতে চাহিবে, তাহারাই দেশের উন্নতিকে আনয়ন করিবে। হুজুগে লম্পটেরাই সুযোগ পায়। দেশ ও জাতির উন্নতি হুজুগে হইবে না। জীবনের লক্ষ্য চিনিতে হইবে, সেই লক্ষ্যকে লাভের জন্য ত্যাগ ও সংযমে দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে, ব্রতরক্ষার জন্য মৃত্যুপণ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত প্রগতি।

কুশলে আছি। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র

জয় মা

রংপুর
২৭শে আষাঢ়, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা,—বিলাসের হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য তুমি নহ। চাহিয়া দেখ, লক্ষ্য তোমার কি। লক্ষ্যহীন দৃষ্টি-হীনা কুমারীরাই চপল-বিলাসে প্রমত্তা হয়। ধ্যান কর তোমার বিশাল ভবিষ্যৎকে, জাগ্রত কর তোমার সকল কর্ম্মশক্তিকে।

আজ যে বসিয়া থাকিবে, কাল সে অবস্থার দাস হইবে। আজ যে অনলস প্রযত্নে জীবন গঠন করিবে, কাল সে অবস্থার প্রভু হইবে। তোমার ভবিষ্যৎ তোমারই হাতে রহিয়াছে। সমগ্র শক্তিকে আত্ম-গঠনে প্রয়োগ করিয়া ভবিষ্যৎকে ইচ্ছামত গড়িয়া লও। জীবন তোমার আশ্চর্য্য সুষমায় মণ্ডিত হইবে, যদি তুমি তাহা চাহ এবং তজ্জন্য আপ্রাণ শ্রম কর। সুপ্ত সিংহের মুখ-বিবরে মৃগ প্রবেশ করে না।

কুশলে আছি। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

জয় মা

রংপুর

২১ শ্রাবণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, ★★★ স্বীকার করি, তোমার সংশ্রবে যে সকল ছেলে আসিতেছে, তাহারা প্রত্যেকে গুণবান্ ও চরিত্রবান্। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ভ্রমকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, এ কেমন কথা? একটী ভ্রমকে প্রশ্রয় দিলে, দশটী ভ্রম মাথা জাগাইয়া উঠিতে চাহিবে। তখন কি করিবে?

তোমার ভিতরে রহিয়াছে একটা মাতৃহৃদয়। তাই তুমি

ছেলেদের ভ্রমকে, অন্যায়কে অবাধে সহিয়া যাইতে চাহিতেছ। স্নেহ তোমার প্রাণভরা। তাই তুমি অন্যায়ের শাসনেও কুণ্ঠিতা হও, দুঃখ পাও। কিন্তু মাতা কেবল কোমল-হৃদয়াই হইবেন, কর্ত্তব্য-পরায়ণা হইবেন না, ইহা কিরূপ কথা? জগতে শাসনেরও প্রয়োজন আছে। অল্প অপরাধে শাসন না করিলে মানুষ বড় অপরাধগুলি নির্ভয়ে করে। যত নিরীহ ভাল মানুষই হউক না, একবার অন্যায় প্রশ্রয় পাইলে শেষে এত বাড়ন বাড়িয়া যায় যে, কোনও প্রকারেই বাগ মানান যায় না।

নিজের নামটীর সঙ্গে কোনও প্রকারে কোনও অপবাদ রটনা হইতে দিবার সুযোগ কখনও কোনও সুশীলা ও বুদ্ধিমতী বালিকা দিতে পারে না। এই বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমি বাহুল্য বলিয়াই মনে করি। কেননা, নিশ্চিতই তুমি নিজের সুনামের মূল্য বুঝিতে পার। যে মেয়ে অপবাদকে ভয় করে না, সে মেয়ে নিজের পক্ষেই নিজে বিপজ্জনক ব্যক্তি। যে সকল মেয়ের চরিত্রে লোকে সন্দেহ করে, সমাজ-মধ্যে তাহাদের দশা পদদলিত মালতী-গুচ্ছের ন্যায়। সুগন্ধ তার থাকিতে পারে, কিন্তু দেবপূজায় দিবার সাহস কেহ করে না।

সত্য সত্য একটা অন্যায় ব্যাপার লইয়াই তোমার নামে অপবাদ সৃষ্ট হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা আমি করি না। কিন্তু অমূলক অপবাদও নারী-চরিত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। সমূলক অপবাদের ত' কোনও কারণ তোমার মধ্যে

ঘটিতেই পারে না, অমূলক অপবাদ সৃষ্টিরও কোনও সুযোগ তোমার করিয়া দেওয়া উচিত নহে।

কি কাজ করিলে, কি ভাবে চলিলে তোমার নামে অপবাদ রটিতে পারে, তাহার তালিকা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন মনে করি। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মনে তাহা আপনা আপনি বুঝিতে পারে। মন যদি জানিল, কিসে দুর্নাম হইতে পারে, তখন আর নিজেকে উহা হইতে বাঁচাইবার পথ পাওয়া কঠিন কিছুই নহে।

নিজে শুনিতে শিখ এবং প্রত্যেক কুমারীকে শুনিতে শিখাও, হাসি ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, নাট্য কৌতুক, রঙ্গ-রস প্রভৃতির ভিতর দিয়া বিবেক নিয়ত কি বাণী শুনাইতে চাহিতেছে। নিজের অন্তরে কাণ পাতিয়া নিজ বিবেকের বাণী শুনিয়া স্থির কর, কোথায় তোমার দুর্নাম, কোথায় তোমার সুনাম।

একটী কুমারীদের সভা, একটী মহিলাদের সভা ও একটী পুরুষদের সভায় মোট ছয় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দান করিয়া আসিয়া ক্লান্ত দেহে এই কয়টী পংক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিও, ভাষা দেখিয়া বিরক্ত হইও না মা।

শুভাশীষ জানিও। কুশল জানাইও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

ঊনবিংশ পত্র

জয় মা

উলিপুর, রংপুর
৩০ শ্রাবণ, ১৩৪২

নারায়ণীষু :—

স্নেহের মা,—কাল রংপুর হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বক্ষণে তোমার পত্র পাইলাম। বারো মাইল কাদা প্রায় ছয় ঘণ্টায় ঠেলিয়া মটর-যোগে কাল রাত্রে এখানে পৌঁছিয়াছি। লোকের বড় ভীড়। তবে, আজ আমার মৌনব্রত। তাই পত্র পাওয়ার পরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর লিখিতে বসা সম্ভব হইল। এত তাড়াতাড়ি জবাব লিখিবার জন্য কিন্তু মা আমাকে এবার পুরস্কার দিতে হইবে

উপদেশ চাহিয়াছ। উপদেশ দিতে আমি কখনই কাতর নহি। শুধু অভাব অবসরের। তোমার উপযুক্ত একটী উপদেশ সংক্ষেপে দিতেছি।

কোনও ভাবের আবেগেই কখনও অধীরা হইও না। হাসি খেলা, গান তোমার চিত্তকে স্বচ্ছন্দে রাখুক, কিন্তু ভাবের আবেশে আপনহারা হইও না। আমি সেই ভাবের আবেশের কথা বলিতেছি, যাহা কুমারীর পক্ষে অপরাধ। কৌশলী মানুষ তার সমগ্র অনুরাগের ভাণ্ডার অবৈধ-পথে নিঃশেষ করিয়া পরিশেষে কপটতার পসরা সাজাইয়া তোমার তরুণ কৌমার্য্য নিয়া ছলনার খেলা খেলতে আসিতে পারে, তুমি কিন্তু তার

প্রতি দৃক্‌পাত করিও না, প্রলুব্ধা হইও না। তোমার প্রাণের অনুরাগ তুমি সযত্নে নিজের মধ্যেই ধরিয়া রাখ। তোমার অন্তরের সকল সুষমা পূর্ণ-রূপে ফুটিয়া উঠিবার আগে, তোমার দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটিবার আগে, তোমার আস্বাদন-ক্ষমতা সম্যক্ জন্মিবার আগে তোমার প্রাণের ভালবাসিবার প্রবণতাকে নিজের ভিতরেই ধরিয়া রাখ। প্রেমের প্রবাহকে অকালে অপাত্রে প্রবাহিত হইতে দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধিও না।

অপেক্ষা করিবার শক্তি অসীম। সকলকেই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিও কিন্তু প্রাণ-প্রিয়তম হইবেন একমাত্র তিনি, যিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরের সর্ব্বজীবকল্যাণের শুভ অভিপ্রায়কে মূর্ত্তি দিবার সঙ্কল্প লইয়া আবির্ভূত হইবেন। তাঁর জন্য প্রতীক্ষা কর এবং বাজে জিনিষে উপেক্ষা কর।

শুভাশীষ জানিও। কুশল জানাইও! ইতি—আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

বিংশতিতম পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

কুড়িগ্রাম, রংপু[র]

১লা ভাদ্র, ১৩৪[illegible]

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, ★★★ প'—র সেবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি

তার মিষ্টি কথায় প্রাণ জুড়ায়! দুটা মিঠা কথা আর সেবাযত্ন যদি তোমাকে তোমার জীবনের ব্রত ভুলাইতে পারে, তবে তোমাতে আর রাস্তার নগণ্যা রমণীতে তফাৎ কি থাকিল? যার মনকে সহস্র সেবা, সহস্র মিষ্টি কথা, সহস্র সরসতা দিয়াও কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করা যায় না, সেই ত প্রকৃত চরিত্রবতী রমণী!

একমাত্র সচ্চরিত্রতা বাদ দিলে সুনামের চেয়ে মূল্যবান্ জিনিষ নারী-জীবনের আর কিছুই নাই। সুনামকে যে রক্ষা করিতে পারে না, পূর্ব্বেও এক পত্রে লিখিয়াছি, পদদলিত ফুলের মালার মত সুগন্ধযুক্ত হইয়াও তাহাকে ধূলায়ই গড়াগড়ি দিতে হয়। সুনাম নষ্ট হইবার পরে কোনও রমণী আর সমাজে কোনও আদরণীয় স্থানের দাবী করিতে পারে না। কাহারও সুনাম নিজকৃত অপরাধের জন্য নষ্ট হয়, কাহারও সুনাম বিনাপরাধে মাত্র অসতর্কতার ফলে নষ্ট হয়। যে কারণেই নষ্ট হউক, নারীর সুনাম একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না, ভাঙ্গা কাচ যেমন জোড়া লাগে না, দুগ্ধে গোমূত্র পড়িয়া ছানা হইবার পরে আর যেমন সে পুনরায় দুগ্ধে রূপান্তরিত হয় না। এই কথাগুলি ভাবিয়া তোমার চলা উচিত।

সন্তান-ভাব লইয়াই যদি কেহ তোমার সমীপে আসে এবং পরে তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া দেয়, তবে নির্দ্দোষ জানিলেও সেই বাড়াবাড়ির অত্যাচার হইতে নিজেকে রক্ষা

করিবার শক্তি এবং অত্যধিক আবদারজনিত অন্ধ মাতামাতির হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার সাহস তোমার থাকা আবশ্যক। বহু রমণী পাতান-ছেলের অত্যাচার দমন করিতে না পারিয়া যে শেষটায় নিতান্ত অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িয়াছেন, এমন দুই একটা দৃষ্টান্ত ত' তোমার জানার মধ্যেই রহিয়াছে। মাতৃভাবের মধ্য দিয়া যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্ট হইয়াছে, পাতান-মা ও পাতান-ছেলের অসতর্কতার ফলে বহু পরিবারে তাহা ঘোরতর অশান্তির অনল প্রজ্বালিত করিয়াছে। মাতৃভাব যদি মিথ্যায় অরুচি না আনিতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে, ভিতরে গলদ আছে। মাতৃভাব যদি মিথ্যাকে ক্ষমা করিতে প্ররোচনা দেয়, তবে বুঝিতে হইবে, শয়তান পিছন লইয়াছে। মাতৃভাবের নাম করিয়া মিথ্যা ও কপটতাকে যেন কখনই বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দেওয়া হয়।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব পুরুষদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মঙ্গলের সহিত কোনও প্রকার অমঙ্গলকে আপোষ করিতে দেওয়া চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তের হিসাবেও তাহা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। পাতান-মা ও পাতান-ছেলের মধ্যে এমন কোনও বাক্য, ব্যবহার বা পত্র বিনিময় উচিত নহে, যাহার বিন্দুমাত্র কদর্থ কেহ করিতে পারে এবং যে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে সমাজের লোকের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। অপর যুবক-যুবতীরা মাতৃভাব ব

সন্তান-ভাব না রাখিয়া যে সকল ব্যবহার করিলে দোষের হয়, সেই সকল ব্যবহার তোমরা, মাতৃভাব বা সন্তান-ভাব রক্ষা করিয়াও, করিতে অধিকারী নহ, একথা স্মরণে রাখিও।

ইতি— ✳✳ শুভাশীষ জানিও। ★★ আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

একবিংশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

গাইবান্ধা, রংপুর

৮ই ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, — * * * ভোগমূলক চিন্তা, ইন্দ্রিয়সুখ-মূলক কল্পনা দেহের সার পদার্থকে ক্ষীণ ও বিনষ্ট করে। প্রবল ইন্দ্রিয়সুখ-মূলক কল্পনা দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ-সমূহকে অজ্ঞাতসারে দুর্ব্বল করে। এই জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও সতর্ক থাকিবে, যেন কুচিন্তার রন্ধ্রপথে অকালে তোমার দেহে কাল প্রবেশ না করিতে পারে।

যে পুরুষ বা নারীর সংসর্গ তোমার মনে ভোগমূলক কল্পনাকে উত্তেজিত করিতে চাহিবে, তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। তোমার সংসর্গ যাহাতে অপরের চিত্তে ভোগমূলক কল্পনাকে না উত্তেজিত করিতে পারে তার জন্যও তোমাকে বিশেষ ভাবে অবহিত থাকিতে হইবে। অপরের সংসর্গে নিজের

নৈতিক ক্ষতি হইতে দিও না। নিজের সংসর্গের দ্বারাও অপরের নৈতিক ক্ষতি সাধিও না।

কোনও অলীক ও অন্যায় কল্পনাকে তোমার স্বাস্থ্য এবং চরিত্রকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করিতে দিও না। নীচ সুখ-লালসাকে একবার প্রশ্রয় দিলে সে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে। ক্ষুদ্র একটী লালসাই প্রশ্রয় পাইয়া বড় হয়। আবার, প্রথম সময়ে বাধা দিলে সকল লালসাকেই দমন করা যায়।

মস্তিকটাকে সুখবিলাসী যুবকদের চিন্তায় ভারাক্রান্ত করিও না। অলস কল্পনায় চিত্তকে গ্লানিযুক্ত ও কলুষিত করিবার জন্যই তোমার তারুণ্য নহে। যাহাদের কথা মনে পড়িলে বিলাস-লালসা প্রশ্রয় পায়, তাহাদের কথা স্মৃতিপট হইতে নির্ম্মম-ভাবে মুছিয়া ফেলিও।

কাহাকেও সুযোগ দিও না নিজের সর্ব্বনাশ করিতে, কাহারও উপরে সুযোগ নিও না তাহার সর্ব্বনাশ সাধিতে। তোমার মনের স্থিরতা ও অন্তরের পবিত্রতা কেহ যেন হরণ করিতে না পারে, আবার তুমিও যেন কাহারও মনকে অস্থির বা অপবিত্র না কর। কেহ যেন তোমার কাছে প্রলোভনের জাল বিস্তার করিতে না সাহস পায়, আবার তুমিও যেন কাহারও সমক্ষে প্রলোভনের সৃষ্টি না কর। জ্ঞাতসারেও যেন কেহ তোমাকে ব্রতচ্যুতা না করিতে পারে, অজ্ঞাতসারে কেহ যেন তোমার চরিত্র স্খলনের কারণ না হইতে পারে। তুমি

যেন জ্ঞাতসারে কাহারো জীবনের আনন্দকে নাশ না কর, অজ্ঞাতসারে কাহারও ভ্রম-প্রমাদকে বর্দ্ধিত না কর।

ব্যক্তিগত ভাবে সবগুলি কথাই তোমাকে বলিলাম, তাহা নহে। তুমি যাহাদিগকে ভালবাস, এমন প্রত্যেক মেয়েকে এই পত্র দেখাইও।

অত্যধিক ভাব-প্রবণতা বিচারের শক্তিকে নষ্ট করে। বিচার-শক্তি হারাণো আর চক্ষু হারাণো একই কথা। ভাব-প্রবণতার আবেগেই অধিকাংশ যুবক ও যুবতী জীবনের সবচেয়ে দুঃখপ্রদ পাপের অনুষ্ঠান করে। ভাবুক হও, ভাব-প্রবণ হইও না। যুক্তি-বিচারের দ্বারা চিত্তের প্রত্যেকটী আবেগকে পরীক্ষা করিতে শিখ। ইহাই তোমার প্রকৃত মঙ্গলের পথ।

আজকাল সর্ব্বত্র প্রেমের নামে কামের চর্চ্চা হইতেছে। উপন্যাস-লেখক প্রেমের নামে যুবক-যুবতীদিগকে কামের কথা শুনাইতেছে, কামের মন্ত্র শিখাইতেছে! কামের লক্ষণ ভাব-প্রবণতা, প্রেমের লক্ষণ ভাবুকতা। ভাব-প্রবণতা সস্তা জিনিষ। ইহা হুজুগের বাজারে মিলে। ভাবুকতা সুদুর্ল্লভ বস্তু। সাধন-নিবিড় তপোবনে ইহা লভ্য। জীবনকে তপোবনে পরিণত কর। তোমাদের মধ্যে ভাবুকতার বিকাশ ঘটুক।

আশীষ জানিও। কুশল দিও। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

দ্বাবিংশ পত্র

শ্রীগুরু

গাইবান্ধা, রংপুর
১২ ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * তোমার মাকে আমি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় তোমাকে জানাইতে লিখিয়াছি। তোমার নিকটে সকল কথাই এখন লিখিলাম না। মায়ের পবিত্র মুখ হইতে মায়ের স্নেহময় ভাষণ শুনিয়া তাহা দ্বারা জীবনকে সুন্দর করিতে প্রয়াসিনী হইও।

আমি বলিতেছি না যে, তোমার জীবন অসুন্দর। তোমার জীবন যতটুকু সুন্দর, তার চাইতেও সুন্দরতর করিবার শুভেচ্ছাই আমি জানাইতেছি।

পূজার বন্ধে বাড়ী গেলে তোমাকে তোমার মাতৃদেবী কুমারী-জীবনের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিবেন। সধবাদের জীবন হইতে যেদিন সংযমের আদর্শ অন্তর্হিত হইল, সেইদিন হইতেই ভারতীয় নারীর প্রকৃত দুর্ভাগ্য আরম্ভ হইয়াছে বলিব। পুরুষ সধবা-জীবনে সংযমের প্রয়োজনকে স্বীকার করে নাই, রমণী সধবা-জীবনে সংযমের মহিমাকে উপলব্ধি করে নাই। ফলে সংযমব্রতধারিণী পবিত্র-স্বভাবা সধবাদের জীবনের জ্বলন্ত ও মধুময় আদর্শের অভাবে অধিকাংশ কুমারীর চিত্ত আজ বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ভোগের

পানে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইতে শিখিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানীতে সেই বিভ্রান্ততা আরও বাড়িয়া যাইতেছে; এই সময়ে সধবার সংযমের চর্চ্চা এবং কুমারীর পবিত্রতার সাধনা দেশ ও জাতির মঙ্গলকল্পে যুগপৎ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কোনও কুসঙ্গিনীর প্ররোচনাই যাহাতে তোমাকে তোমার পবিত্র দেহ-মন্দিরের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক-সাধনে উত্তেজিত করিতে না পারে, তোমাকে তদ্বিষয়ে সতর্কতার বাণী শুনাইবার জন্যই আমি তোমার মায়ের নিকটে সুবিস্তারিত পত্র লিখিয়াছি। তুমিও আমার কন্যা, তোমার মাতাও আমার কন্যা। বড় বোন্ ছোট বোনকে যেমন করিয়া নিঃসঙ্কোচে নিতান্ত গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ দেন, তোমার মাতা তোমাকে তেমন ভাবে উপদেশ দিবেন। ছোট বোন্ যেমন করিয়া বড় বোনের কথা নিঃসঙ্কোচে শ্রবণ করে, তুমিও তেমন ভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিও। বড় হইয়াছ, লেখাপড়া শিখিতেছ, সহরের বাতাস গায়ে লাগিতেছে। ইহার ফলে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে মায়ের সম্পর্কে স্বাভাবিক নিঃসঙ্কোচ সরলতা তোমার দূরীভূত হইয়া গিয়া থাকে, তবে মাতাকে সখী, সঙ্গিনী বা ভগিনী জ্ঞানে তাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচ হইও এবং জীবন-পথের গুরুতর সঙ্কটগুলি সম্বন্ধে সচেতন ও সাবধান হইও।

প্রকাশ্য ও গোপনীয় প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অপব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে উপদেশ শ্রবণ প্রয়োজন, যে

সাহিত্য অধ্যয়ন প্রয়োজন, যে মনন ও চিন্তন প্রয়োজন, যে সংসর্গলাভ প্রয়োজন, তাহা শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করিও, তেমন সঙ্গ করিও। আদর করিবার ভাণ করিয়া, তারিফ করিবার অজুহাত দেখাইয়া বা প্রশংসা করিবার ভঙ্গিমা করিয়াও যাহাতে কেহ তোমার গণ্ডদেশ, বক্ষোদেশ, কটিদেশ বা অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হস্তার্পণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিবার জন্য তোমার মাকে লিখিয়াছি। কুমারীকে কেহ চুম্বন করিবে না, কুমারী কাহাকেও চুম্বন করিবে না, ইহা কুমারী-জীবনের পবিত্রতা-রক্ষার এক অতুলনীয় নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা যে পালন করে, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কুমারীকে কেহ চুম্বন করিতে চাহিলে সেই চুম্বন যে তার গ্রহণীয় নয়, কোনও পুরুষ বা যুবক বাদই যাউক, কোনও স্ত্রীলোকে করিলেও নয়, বৃদ্ধে করিলেও নয়, এই কথা তোমার অন্তরে দৃঢ়তার সহিত বসাইয়া দিতে আমি তোমার মাকে লিখিয়াছি। কুমারীর কুসুমসম সুন্দর জীবনের উপরে যদি কীটের দংশন পড়ে, তবে তাহা দ্বারা অসুরেরই পরিতৃপ্তি ঘটে, দেবতার পূজা আর হয় না।

অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তোমার জীবনটী দেবতারই পূজার জন্য কি না, না ইহাকে পিশাচের পরিতৃপ্তির জন্য অত যত্নে গড়িয়া তুলিতেছ। আরও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সহরের নৃত্যবিলাসময় চপল জীবন দেবপূজার জন্যই তোমাকে

প্রস্তুত করিতেছে কি না। যাহাদের সংসর্গ দিবা-রজনী পাইয়া আসিতেছ, তাহাদের সংসর্গ তোমাকে প্রলোভন-দমনের ক্ষমতা দেয়, না প্রলোভনের দিকে টানিয়া নেয়? তাহাদের সংসর্গ তোমাকে অন্যায়ে ভীতা এবং সৎকার্য্যে অনুরক্তা করিতেছে কি? তাহাদের সংসর্গ তোমার ইন্দ্রিয়ের লালসা বর্দ্ধিত করে, না হ্রাস করে? তাহাদের সংসর্গ তোমার চরিত্রে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে, না দুর্ব্বলতা সঞ্চিত করে? তাহাদের সংসর্গ তোমার চিত্তের নির্ম্মলতাকে লাভযুক্ত করে, না ক্ষতিগ্রস্ত করে? তাহাদের সংসর্গ তোমার সাধু-বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করে, না নিস্তেজ করে? তাহাদের সংসর্গ তোমাকে ঈশ্বরাভিমুখিনী করে, না পাপানুরক্তা করে? তাহাদের সংসর্গ তোমাকে সত্যপ্রিয়া করে, না মিথ্যা-চারিণী করে? এই জিজ্ঞাসা যত অকপট হইবে, তোমার জীবনের উন্নতি-সম্ভাবনা তত নিষ্কণ্টক হইবে।

অপ্রিয় কথা কহিবার জন্য লেখনী ধারণ করি নাই। কিন্তু তথাপি কথাগুলি হয়ত অপ্রিয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবনে অপ্রিয় সত্যের প্রয়োজন কম নহে। তুমি আজ চিন্তা করিয়া বাহির করিতে শিক্ষা কর, পাপ কোন্ রন্ধ্রপথে আসে। তুমি আজ চিন্তা করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর, অতি-পরিচয়ের দোষ কি। তুমি আজ বুঝিতে চেষ্টা কর, পরিচিত বা অপরিচিত যে-কোনও পুরুষের সহিত চলিতে হইলেই সর্ব্বক্ষণ কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি আজ বুঝিতে চেষ্টা কর

যে, অধিকাংশ পুরুষেই মেয়েদের দেখিবামাত্র লুফিয়া নিতে চায় এবং পদদলিত করিবার পরে পথপ্রান্তে অনাদরে ফেলিয়া দিয়া যায়। ★★★ কেহ হয়ত পত্রের পর পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতেছে, তোমার মনকে তাহার প্রতি টানিতে চাহিতেছে বা তোমার সহিত অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। তুমি কি তাহার পত্রের জবাব দিবে ? তুমি কি তাহাকে এভাবে পত্র লিখিতে নিষেধ করিয়া কিছু লিখিবে ? না, জবাব ত দিবেই না, নিষেধার্থক পত্রও দিবে না। একবার এই পাপিষ্ঠ একটী পত্র পাইয়া গেলে ইহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় তোমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার সুরু করিবে। তুমি মহাবিপদে পড়িয়া যাইবে। * * * আর কত বলিব, নিজে ভাবিতে শিখ, নিজে বুঝিতে শিখ। যাহা কিছু ঝক্ ঝক্ করে তাহাই সোণা নহে। নির্ব্বোধা রমণীদের কাছে চিরকাল কাচ আসিয়া কাঞ্চনের দর পাইয়াছে এবং প্রবঞ্চিতা নারীরা আমৃত্যু কাঁদিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আশীর্ব্বাদক

শুভাশীষ জানিও। ইতি— স্বরূপানন্দ

ত্রয়োবিংশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু সিরাজগঞ্জ, পাবনা

১৪ ভাদ্র, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, শরীর তোমার বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও

তোমার বাড়া উচিত। এই জন্যই আমি সদ্‌গ্রন্থপাঠের কথা এত করিয়া বলি। বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগ যে সকল মেয়ের হয় না, তাহাদের বিদ্যার্জ্জন ঘরে বসিয়াই করিতে হইবে।

কিন্তু বাজে গল্প বা উপন্যাস পাঠে জ্ঞান বাড়ে না, কতকগুলি বৃথা চিন্তাই মাত্র বাড়ে। যা-তা বহি পাঠ করিলে মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় না, মনের উত্তেজনাই বাড়ে। যাহাকিছু মনের উত্তেজক, তাহাই মনের অবসাদক, তাহাই মনের দুর্ব্বলতা-কারক, একথা বিশ্বাস করিও। যাহা মনের দুর্ব্বলতা-কারক, তাহা অলক্ষিতে দেহেরও দুর্ব্বলতা সাধন করিয়া থাকে। এজন্য আমি উপন্যাস-পাঠে তোমাদিগকে বিরত হইতে বলি। নির্ব্বিচারে উপন্যাস পাঠ একটী মারাত্মক ব্যসন।

দেশে সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই। খুঁজিলেই পাইবে। যে গ্রন্থ পাঠ করিলে মন সতেজ হয়, নিরুদ্বেগ হয়, আত্মবিশ্বাসী হয়, তাহাই সদ্‌গ্রন্থ। যে গ্রন্থ পাঠ করিলে মনের গ্লানি বাড়ে, পাপ-প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, নীচতা বৃদ্ধি পায়, তাহাই অসদ্‌গ্রন্থ। যে গ্রন্থ পাঠে মস্তিষ্ক নূতন জ্ঞান লাভ করে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ জাগে, মনে সৎকার্য্যের জন্য সঙ্কল্প প্রবুদ্ধ হয়, তাহাই সদ্‌গ্রন্থ। যাহা ইহা করে না, তাহাই অসদ্‌গ্রন্থ। আজকাল অসদ্‌গ্রন্থেরই প্রাচুর্য্য বেশী। ভোগমুখী লোকগুলি বাজে বই পড়িতেই ভালবাসে। তাই বলিয়া তুমিও বাজে বই পড়িয়া মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিবে, ইহা আমি সহিতে পারিব

না। সদ্‌গ্রন্থ না পাও, আমার লিখিত পত্রগুলি কতক পরিমাণে সদ্‌গ্রন্থের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। কঠোর শ্রম করিতে করিতে আমি দেশ-দেশান্তর ঘুরিতেছি। অবিশ্রাম কর্ম্মের মধ্যে জোর করিয়া ফাঁক খুঁজিয়া তোমাদিগকে পত্র লিখিতেছি। আমার এই শ্রম যেন ব্যর্থ না হয়। ভাল বই না পাও, আমার পত্রগুলিই দিনে দশবার করিয়া পড়িও। নিজে পড়িও এবং অপরকে পাঠ করিয়া শুনাইও।

সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার যাহার সুযোগ নাই, তাহার পক্ষে যা তা বাজে বই পড়িয়া মনকে বিষাক্ত করার চাইতে নির্দ্দিষ্ট একটা সচ্চিন্তা দিবারাত্রি অবিরাম করিবার অভ্যাস ভাল। একটী সচ্চিন্তাতে যদি মন ডুবান যায়, তবে তার মধ্যেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞানের সাক্ষাৎকার মিলে। খুঁজিতে জানিলে পাথুরে কয়লার ভিতর হইতেও চিনি বাহির হয়।

কদর্য্য বহি পড়িয়া মনকে বিষাক্ত করা মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করিও। তোমার ঐ সুন্দর দেহটার ভিতরে একটা অসুন্দর মনকে বাস করিতে দিও না। দেবমন্দিরে একটা বিষ্ঠাভোজী শূকর বাস করিলে কেমন লাগে? তোমার ঐ সুন্দর দেহটার ভিতরে যে মনটী থাকিবে, সেও যেন সুন্দর হয়। তোমার দেহটী যদি বিধাতা অসুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনটী যদি চিরসুন্দরই থাকিত, তাহা

হইলেও তোমাকে আমি সুন্দরী বলিয়া গণনা করিতাম। শুধু আমিই নহি, জগতের সব জ্ঞানীরা এইরূপ মেয়েকেই সুন্দরী বলিয়া মনে করেন।

রূপের গর্ব্বে কত মেয়ে যেন ফাটিয়া পড়ে। কিন্তু কুসঙ্গী বা কুসঙ্গিনীদের কুকথায় কাণ দিয়া আর ইন্দ্রিয়-বিলাস-প্ররোচক কদর্য্য পুস্তক পড়িয়া মনকে তাহারা এমনই অসুন্দর করিয়াছে যে, জগতের সাধারণ লোকদের যদি অপরের মনকে দেখিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে রাস্তার মুটে-মজুরও ঘৃণাভরে এই সব মেয়ের মুখে চখে থু থু ফেলিত। এই প্রকার রূপ বৃথা রূপ। তুমি এই প্রকার রূপবতী হইতে কখনও চাহিও না।

তুমি আমার কত স্নেহের পুত্তলী, তাহা তুমি জান। * * * তোমার উপরে জগতের প্রচুর দাবী রহিয়াছে। নারীজাতির বন্ধন-মুক্তি ঘটাইবার তোমরা আমার প্রধানতম প্রহরণ। তোমাদের যেন মা অলাভজনক পুস্তক-পাঠে রুচি না হয়। যদি জানো, কোনও উপন্যাস ও গল্প তোমার চরিত্রকে গঠিত করিবার অনুকূল, তাহা হইলে তাহা সাদরে পাঠ করিতে পার। কিন্তু সে পাঠও বিজ্ঞ ও চরিত্রবান্, হিতৈষী ও নিঃস্বার্থ পিতৃতুল্য কোনও ব্যক্তির উপদেশ না লইয়া নহে। ★★★

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুর্ব্বিংশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু   রংপুর
১৮ ভাদ্র, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, আজ সম্ভবতঃ আমি দ্বিতীয়বার রংপুর বালিকাদের হাইস্কুলে দ্বিপ্রহরে বক্তৃতা দিতে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া জিনিষপত্র গুছাইতে সময় যাইবে, কারণ কাল ভোরে রওনা হইতেছি মজফঃরপুর। তাই তোমাকে আমার বক্তৃতার বিবরণ জানাইবার অবসর হইবে না। এজন্য আজ মেয়েদের যাহা শুনাইব, তাহার মর্ম্ম আগে হইতেই তোমাকে জানাইতেছি। বক্তৃতার কালে যদি ভুলিয়া না যাই, যাহা সাধারণত যাই না, তাহা হইলে এই কথাগুলি অবলম্বন করিয়া মেয়েদের চিত্তকে গঠন করিবার চেষ্টা আজ করিব। তুমি আমার এই সকল বক্তৃতার মর্ম্ম শুনিতে চাহিয়াছ জানিয়া আমার আনন্দ ধরে না। তোমাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে লইয়া সবগুলি বক্তৃতা শুনাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমাদ্বারাও পরবর্ত্তী কালে লোক-সমাজে, বিশেষভাবে কুমারী-জগতের, বিশেষ সেবা হইতে পারিত। * * * তোমাকে ত' কুমারী-সমাজের সেবার জন্যই বিশেষভাবে তৈরী হইতে হইবে!

কুমারী-জীবনটা যে একটা খেলো জীবন নয়, এই জীবনটা যে একটা গৌরবের জীবন, এই জীবনটার পবিত্রতা যে জগতের

সকলের পূজার বস্তু, এই জীবনটার যে একটা বিরাট মহিমা আছে এবং কুমারী-জীবনের গৌরবোন্নত মহিমার কথা উপলব্ধি করিয়া এই মহিমাকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করাই যে কুমারীদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, এই কথাটাই আমি আজ বলিব।

অনেক কুমারী আছে, যাহারা কুমারী-জীবনের মূল্য ও গৌরব মনে মনে বেশ উপলব্ধি করে। কিন্তু তাহারা সত্যই যে তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহাদের ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যায় না। ব্যবহার ও চাল-চলন দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা কুমারী-জীবনটাকে একটা হাসি-ঠাট্টা-তামাসার মূল্যহীন জীবন বলিয়াই মনে করিতেছে। অন্তরে যাহারা কুমারী-জীবনের মহনীয়ত্ব বুঝিয়াছে, বাহিরের ব্যবহারেও যাহাতে তাহারা কুমারী-জীবনের মহনীয়ত্ব রক্ষা করিতে ও বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তারই জন্য রুচি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব।

কেহ যদি কোনও কুমারীকে "সামান্যা মেয়ে" বলিয়া গণনা করে, তবে আমার মনে হয়, তাহাকে চূড়ান্ত অপমান করা হইল। মুখ ফুটিয়া "কুলটা" না বলিয়া লোকে আত্মসম্মান-জ্ঞানহীনা মেয়েগুলিকে "সামান্যা মেয়ে" বলিয়া থাকে। কেহ কোনও মেয়েকে "সাধারণ মেয়ে" বলিয়া অভিহিত করিলে, আমি অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করি। কোনও মেয়েই

সামান্যা নহে, কোনও মেয়েই সাধারণ নয়। যতক্ষণ মেয়ের ভিতরে আত্মসম্মান আছে, ততক্ষণ সে অসামান্যা, ততক্ষণ সে অসাধারণ। কেহ তোমাকে সাধারণ মেয়ে বলিয়া গণনা আরম্ভ করিলেই বুঝিতে হইবে যে, সে মনে করে, তোমার মধ্যে আত্মসম্মান-জ্ঞান নাই। নিজেকে অত্যন্ত সস্তা করিয়া দিয়াই মেয়েরা এইরূপ অবজ্ঞা বা অপবাদ পাইয়া থাকে। মুখ ফুটিয়া হয়ত কেহ তোমাকে সস্তা বাজে মেয়ে বলিয়া ডাক নাও দিতে পারে, কিন্তু মনে মনে তোমাকে তাহাই বলিয়া গণনা করিবে এবং ব্যবহারে তোমার প্রতি তদ্রূপ ভাবই প্রকাশ করিবে। এইরূপ অবজ্ঞাত হওয়াকে মৃত্যুতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যে সকল মেয়েরা নিজ কৌমার্য্যকে অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দেয় না, তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বা অগোচরে কত কদর্য্য কথাই না উচ্চারিত হয়। স্নেহময় পিতামাতার কোনও কন্যা-সম্বন্ধে যদি এসব হয়, তাহা হইলে সেই পিতামাতা নিয়ত নিজেদের মৃত্যু কামনা করিয়াই থাকেন। আমার কোনও কন্যা নিজেকে সস্তা বাজে মালে পরিণত করিয়া দিলে আমি ত' সে দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না।

কেহ লোক-সম্মানের লোভে, কেহ অতি-প্রগল্‌ভতা হেতু, কেহ দয়াপরবশ হইয়া, কেহ বা মায়ায় পড়িয়া যুবক-বন্ধুদের খেয়ালের দাসীত্ব স্বীকার করে। রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিলে সংস্র লোকে করতালি দিবে, "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় ছাপার হরফে নাম

উঠিবে, এই লোভে কোনও কোনও কুমারী নিজের অজ্ঞাতসারে পুরুষদের নিকটে নিজেকে সস্তা করিয়া দেয়। বাচালতাহেতু প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিচয় জমাইয়া শেষে তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার বশে অনেক কুমারী নিজেদিগকে সস্তা করে। কাহারও দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাহার প্রাণের বেদনা অপনোদিত করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া পুরুষ-বন্ধুর অপ্রিয় নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিজেকে বিরত করিয়া এবং পুরুষবন্ধুর প্রিয় নিজ অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতে যাইয়া অনেক কুমারী নিজেকে সস্তা করিবার পথে পা বাড়ায়। মায়ায় পড়িয়া পুরুষবন্ধুর অন্যায়কে অবহেলা করিয়া, মিথ্যাকে প্রতিবাদ না করিয়া, ভুলকে ক্ষমা করিয়া অনেক কুমারী নিজেকে সস্তা করিয়া ফেলে। প্রথমে সে বুঝিতেই পারে না, সে কি করিয়া নিজের মূল্য কমাইতেছে। কিন্তু নামের লোভেই হউক, অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার ফলেই হউক, সহানুভূতির মূলেই হউক বা দয়ামায়ার আনুগত্য করিতে গিয়াই হউক, একবার আত্মসম্মানের উপর ক্ষুদ্র একটী আঘাত বিনা প্রতিবাদে সহিবার পরে দ্বিতীয়বারের আঘাতকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি তার খর্ব্ব হইয়া যায়। একবারের একটী ঔদাসীন্য দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার এবং শত সহস্রবার তোমাকে কর্ত্তব্যে উদাসীন করিবেই করিবে। একদিন নিজের সবলতার পরিচয় দিতে পার নাই বলিয়া চিরদিন তোমাকে

সস্তা হইয়া, ঘৃণিতা হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। ইহা কি লজ্জা ও বিপদের কথা নহে ?

যখনি দেখিব, কোনও কুমারী তার যুবকবন্ধুর চখের জল দেখিয়া তাহার মিথ্যাকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে, তখন বুঝিব, দয়ার ছদ্মবেশে আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। এইরূপ দয়া পুণ্য নহে, পাপ। এইরূপ মায়া স্ত্রীজাতিসুলভ গুণ নহে, ইহা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীনা রমণীর মধ্যে সহজপ্রাপ্য একটা দোষ। আজ আমি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তোমারই মত কতকগুলি মেয়েকে এই কথা শুনাইব।

আমার বক্তৃতার বিষয় তুমি ভাল বলিয়া মনে করিতেছ ত ? যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু বক্তৃতাকালে বলি, তবে তাহা আমার পরবর্ত্তী পত্রে হয়ত মজঃফরপুর যাইয়া লিখিয়া জানাইব। ★★★

আমি কুশলে আছি। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

স্নেহাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

রংপুর

১৮ ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণকলিতাসু :—

স্নেহের মা, এই মাত্র তোমার একটী ভগিনীকে একখানা

পত্র লিখিয়াছি। তাহার নকল করাইয়া এই সঙ্গে দিলাম। পত্রখানা নিজে পাঠ করিও, তোমাদের বিদ্যালয়ের সকল বয়স্কা কুমারীদিগকে পাঠ করিতে দিও।

পুরুষদের সহিত সাধিয়া যে-সব মেয়ে পরিচয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহাদিগকেও সস্তা মেয়ের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহি। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং নারী ও পুরুষকে দশ যোজন দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করা চলিতে পারে না। কিন্তু নিজে সাধিয়া নিষ্প্রয়োজনে বা অল্প প্রয়োজনে যে কুমারী পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে চাহিবে, সেই মেয়েকে ভাল মেয়ে বলা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

যুবকদেরও নিজেদের একটা মতামত আছে। যে-সকল মেয়ে নিষ্প্রয়োজনে সাধিয়া গিয়া যুবকদের সহিত পরিচয় ও অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে কিম্বা অনায়াসে বাচাল রসিকতায় যোগ দেয়, ছেলেরা সেই সকল মেয়েকে প্রথম পরিচয় মাত্রই দুশ্চরিত্রা বা সহজলভ্যা বলিয়া ধারণা করিয়া লয়। চরিত্রবান্ ও আদর্শবাদী যুবকেরা এই সকল প্রগল্‌ভা মেয়েদের সংশ্রব নিজে হইতেই বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। দুশ্চরিত্র ছেলেরা সে চেষ্টা করে না, পরন্তু মরা গরুর চতুর্দ্দিকে শকুনি যেমন ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি করিয়া তাহারা কেবল ছোঁ মারিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা সুন্দর নহে, চিন্তা পবিত্র নহে, তাহারা এইরূপ প্রগল্‌ভা মেয়েদের পরিণামে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

কোনও কুমারীরই এমন ভাবে চলা বা বলা উচিত নয়, যাহাতে তাহার যুবক-বন্ধুরা তাহাকে চরিত্রাংশে দুর্ব্বল বা নীচ-সুখের প্রয়াসিনী বলিয়া কল্পনা করিতে পারে। কারণ, এইরূপ কল্পনা যদি মিথ্যার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু দুর্ব্বলচেতা যুবকদিগকে মহাপাপের পথে পাদচারণা করিতে প্ররোচিত করে এবং তাহার ফলে কুমারীর সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। আর যদি সুযোগের অভাবে বা অন্য কোনও কারণে কোনও মহা-পাপের অনুষ্ঠান সম্ভব না হইয়াও উঠে, তবু একটী মেয়েকে যদি কোনও যুবক তার ব্যবহার বা কথাবার্ত্তায় দুশ্চরিত্রা বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে সে তার বন্ধু-মহলে এই মেয়ের চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কল্পিত গাল-গল্প করিয়া একটা পৈশাচিক তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করে। যে মেয়ের প্রতি তাহার কুভাব হইয়াছে, তাহাকে যদি বাগে সে কখনও না পায়, তবু নিজ বন্ধুদের নিকটে নানা তৈরী-করা কাহিনী বলিয়া প্রতিপাদিত করিতে চেষ্টা করে যে, মেয়েটী তাহাকে ভালবাসিয়া তাহার কাছে আত্মদান করিয়াছে। আর বন্ধুরাও এই সকল অসম্ভব গল্প-গাছায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে কৃপণতা করে না। পরের মেয়ের চরিত্র-সম্বন্ধে কদর্য্য কথা শ্রবণ করিতে দুশ্চরিত্র স্কুল-কলেজের ছেলেদের একটা নারকীয় আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। তাহারা দল বাঁধিয়া যখন খেলার মাঠের কোণায় বা নদীর ঘাট্‌লায় বসিয়া রসালাপ করে, তখন সহরের যত সব প্রগল্‌ভা মেয়ে নিজ নিজ

আচরণের দ্বারা কোনও কোনও যুবকের মনে চিত্তবিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে, একে একে সকলের সম্বন্ধে কত অকথ্য কুকথা এবং কত মিথ্যা জনরবই যে রটনা হয়, তাহা বলিবার নহে।

অনেক কুমারী মেয়ে ভ্রমবশতঃ মনে করিয়া থাকে,—"আমি যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছি, নিশ্চিতই সে আমার বিষয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।" এইরূপ ধারণার মত মারাত্মক ভুল আর কিছুই হইতে পারে না। আমার অভিজ্ঞতায় যদি বিশ্বাস কর, তবে বলিব, যুবতী মেয়েরা পুরুষ-বন্ধুদিগকে যতটা বিশ্বাস করে, তাহারা ততটা বিশ্বাসের পাত্র নয়। যদিও রাজা যুধিষ্ঠির কুন্তীকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকিবে না, তথাপি মেয়েদের সহিত কোনও প্রকার দৃষ্টিকটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের পরে পুরুষেরা তাহাদের এই বিজয়-কাহিনী আর দীর্ঘকাল পেটে রাখিতে চাহে না। এই জন্যই কোনও কুমারীর পক্ষে যুবক-বন্ধুদের সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত অন্যায় এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অপরের ব্যবহৃত বস্ত্র মাল্যাদি যেমন কোনও ভদ্রলোকে পরিধান করেন না, অপরের সহিত ঘনিষ্ঠতার অপবাদ-প্রাপ্তা কুমারীকে তেমন কোনও ভাল লোক জীবনের আরাধ্যা দেবী-রূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। যার পকেটে পয়সা আছে, সে কখনও দোকানের সহস্র-কর-স্পৃষ্ট লাট মাল কিনিতে

রাজি হয় না। যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে, সে কখনও পরপুরুষ-সোহাগিনী কোনও কুমারীকে বিবাহ করা সম্মান-জনক মনে করে না। এই জন্যই প্রত্যেক কুমারীর নিজ নিজ আচরণে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। চরিত্র যাহার কলুষিত হইয়াছে, সে তার কলঙ্ক-কাহিনী সযত্নে গোপন করিয়া গেলেও অপরাপর মেয়েরা অনায়াসে তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারে। পুরুষের সম্পর্কে একবার চরিত্রের স্খলন ঘটিলে চখ-মুখ দিয়াই পাপ ধরা পড়ে। কিন্তু চরম পাপের অনুষ্ঠান কাহারও দ্বারা প্রথম দিনেই অনুষ্ঠিত হয় না। বাক্য ও ব্যবহারের চপলতার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ একটী পবিত্রচেতা কুমারীও অজানিতে পাপের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। একবার পাপে ডুবিলে আর ফিরিয়া আসা কঠিন। কিন্তু পাপের দূতী বাচালতা, বাজে রসিকতা, বৃথা ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতিকে গোড়াতেই শাসন করিলে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সর্ব্বপ্রকার পতন-সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখা যায়।

স্নেহের মা, তোমার সমপাঠিনী অনেকের নিকটে হয়ত আমার কথাগুলি অপ্রীতিকর বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু একটী কথাও তাহাদের নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। অবসর-মত বসিয়া এই পত্র-খানার খান ত্রিশেক নকল করিবে এবং সেইগুলি প্রত্যেক বয়স্কা কুমারীর নিকট বিতরণ করিবে। বাংলার বালিকা-বিদ্যালয়-গুলির মধ্য দিয়া নৈতিক চরিত্রবল-

বৃদ্ধির চেষ্টা বিন্দুমাত্রও হইতেছে কি না কে জানে, পরন্তু বিলাস-পরতন্ত্র নরনারীরা শিক্ষিতা ও অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মেয়ে-গুলিকে টানিয়া নিয়া নানা প্রলোভনের ভিতরে ফেলিতেছে, ইহা ধ্রুব সত্য। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে শত সহস্র সরলা কুমারী প্রলোভনের জালে আটক পড়িয়া লালসার অনলে দগ্ধ হইয়া মরিবে। ইহা হইতে কুমারীদের রক্ষা করিবার আয়োজন তোমাদিগকেই করিতে হইবে। তরুণ জীবনেই যদি সদ্‌গুরুর কৃপা পাইয়াছ, তরুণ জীবনেই নিজ সেবাময়ী চরিত্র-প্রতিভার বিকাশ সাধন কর।

শুভাশীষ জানিও। * * * ইতি— শুভাশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

ষড়্‌বিংশ পত্র

জয় গুরু

মজঃফরপুর

২০ ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * আত্মসম্মান-রক্ষণে তুমি বদ্ধপরিকর জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। দুষ্ট লম্পট অনেক সময়ে সৎভাবের মুখস পরিয়া আসে এবং ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত পরিমাণে বৃদ্ধির পরে আত্মপ্রকাশ করে। এই জন্যই অত্যধিক সতর্কতার প্রয়োজন। কাহারও চরিত্রে সন্দেহ করিয়া জড়সড় হইবার তোমার প্রয়োজন নাই। জগতে সকলেই ভাল, সকলেই

মহৎ। কিন্তু তোমার কোনও ব্যবহারে যেন এমন দুর্ব্বলতা না থাকে, যার রন্ধ্রপথে কলি প্রবেশ করিতে পারে। নিরন্তর সন্দিগ্ধতা কাহারও চরিত্রের শক্তি বর্দ্ধন করে না। নিজের আচরণের মধ্যে নিরন্তর সংযম ও শোভনতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই চারিত্রিক শক্তিকে বর্দ্ধিত করে।

শুভাশীষ জানিও। কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

সপ্তবিংশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

ময়মনসিংহ
২৭শে ভাদ্র ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা ময়মনসিংহ আসিয়া পাইলাম। সংক্ষেপে কতকগুলি উপদেশ চাহিয়াছ। আমিও তাহাই দিব। কিন্তু প্রত্যেকটী উপদেশ কঠোর নিষ্ঠায় পালন করা চাই।

১। শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে। স্নান একদিনও বাদ দিবে না—অবশ্য অসুস্থতা ছাড়া। হাত ও পায়ের নখে কখনও ময়লা জমিতে দিবে না। দাঁত দিয়া কখনও নখ খুঁটিবে না, মুখে আঙ্গুল বা কাপড়ের আঁচল